भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 891.442 B
पुस्तक संख्या
Book No. V4762p
रा० पु०/ N. L. 38.

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000,

জ্যেষ্ঠাগ্রজ

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণে

এই গ্রন্থ

উপহার স্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

প্রমথনাথ

নাটক।

শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক বিরচিত এবং

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২৪ নং মীর্জাফর্শ লেন পটলডাঙ্গা

গুপ্তপ্রেশে

শ্রীমতিলাল দাস কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১২৮২

অভিনেতৃগণ।

পুরুষ।

অংশুমান	মগধের অধীশ্বর
প্রমথনাথ	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র
মন্ত্রী	রাজার
জয়শীল	সেনাপতি
কেয়ূর বান	কোষাধ্যক্ষ্য
পতিতপাবন	রাজসহচর
মদনমোহন	ঐ ভ্রাতা
প্রতাপাদিত্য	কান্যকুব্জপতি
শশিশেখর	রাজ পুত্র
শূরেন্দ্র সিংহ	সেনাপ্রতি

স্ত্রী।

রোহিণী—দেবী	মগধরাজমাতা
বিদ্যাবতী	প্রমথনাথের মাতা
বিশ্ববিমোহিনী	মগধ রাজের ভাগিনেয়ী

জ্যোতির্ব্বিদ্, দূত, প্রতিহারী নাবিক ইত্যাদি ইত্যাদি।

B. 442
801 V 468 b

NATIONAL LIBRARY
No. 22912
D. 24.2.70
CALCUTTA

প্রমথনাথ।

প্রথম অঙ্ক।

রাজপ্রসাদ—সভাগৃহ।

রোহিণীদেবী আসীনা।

রোহিণী। এ বিপুল বিশ্বধামে ধর্ম্মই মনুষ্যের ইহলোকে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার একমাত্র উপায় ও পরলোকে পুণ্য ধামের পবিত্র পথ প্রদর্শক, মানব মন মায়াজালে আচ্ছন্ন, ক্রোধ লোভ অহঙ্কার প্রভৃতি অন্যান্য মনোবৃত্তি সমুদায় পর্য্যায়ক্রমে প্রভুত্ব করে, মনুষ্যেরা মনকে আপনার আয়ত্তে আনিতে পারে না। কখন কাহারও সহিত কলহ করিতেছে—কভু বা অন্যের কোন মহামুল্য রত্ন দেখিয়া অপহরণ মানসে ঘোর তিমিরাবৃত রজনীর দ্বিতীয় যামে নিঃশঙ্ক চিত্তে চলিতেছে, আবার কখন বা সেই হৃদয় ধন গর্ব্বে অন্ধ, রাজাধিরাজকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিতেছে না,—মানব মনের বিচিত্র গতি কখনই স্থির নয়—সমুদ্র তরঙ্গোত্থিত জলবিম্বের ন্যায় অনবরতই উত্থিত হইতেছে ও পরক্ষণেই বিলীন হইয়া যাইতেছে; কিন্তু ধার্ম্মিকের সে

রীতি নয়—তাহারা মনকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছে—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি গুণ সমূহ তাহাদের হৃদয়ে দিবা নিশি দেদীপ্যমান, ভ্রমক্রমেও কুপথে যায় না। পৃথিবীতে সহস্র প্রলয় হইয়া গেলেও তাহাদিগের মনকে বিচলিত করিতে পারে না, ইতর লোক যে সকল ভাবনায় চিত্ত সংযম করিয়া কলেবর শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেই চিন্তা তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্থান পায় না, সুখ দুঃখ সমজ্ঞান—(রাজার প্রবেশ) এস বৎস, আমি এতক্ষণ তোমারই বিষয় চিন্তা কচ্ছিলেম্ শারীরিক সুস্থ আছত।

রাজা। মাত, আপনার ও পদ প্রসাদাৎ শরীর সর্ব্বতো সুস্থ, কিন্তু মানসিক যাতনায় অন্তর দগ্ধ হয়ে যাচ্চে।

রোহিণী। তুমি প্রতি নিয়তই কেন ভাবনাকে মনে স্থান দাও? অমাত্য ও সহচরবর্গের সহিত আমোদ প্রমোদ কর—নৃত্যশালায় গিয়া গীত বাদ্য নৃত্যাদি দর্শন ও শ্রবণ কর—প্রভাতে পবনহিল্লোলে—যে সময়ে কাননস্থল কুসমগন্ধে পরিপূর্ণ হয়, সেই সময় কাননে গিয়া স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন কর, মনকে প্রফুল্ল রাখ, দিবা নিশি ভাব্‌লে কি হবে।

রাজা। জননী আমি অকারণ ভাবিনা, ভাবনায় আমার বাস্তবিক অধিকার আছে, যখন শত্রু জীবিত ও আমার অনিষ্ট উৎপাদনের জন্য, বোধ করি সে পৃথিবী, শুদ্ধ লোককে তার পক্ষে সমর্থন করেছে তবে আমি কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি!—আর আপনি কি শুনেন নাই

কান্যকুব্জপতি এ রাজ্যে দূত প্রেরণ করেছেন? মন্দমতি বিদ্যাবতী তাহার পুত্রের সহিত কান্যকুব্জেই আছে দূত আগতপ্রায় এখনই এখানে আসবে—

রোহিণী। কান্যকুব্জপতি কি নিমিত্ত দূত প্রেরণ করেছেন? তিনি যে আমাদের পরম আত্মীয়, বোধ করি তিনি অন্য কিছু মনন করে দূতকে এ নগরে পাঠিয়েছেন।

[মন্ত্রী সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, ও দূতের প্রবেশ।]

রাজা। তবে কান্যকুব্জপতি আপনাকে কি অভিপ্রায়ে এখানে পাঠিয়েছেন?

দূত। কান্যকুব্জপতি আমাকে তাঁহার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন।

রাজা। বেশ তারপর।

দূত। আপনার মৃত ভ্রাতা বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র প্রমথনাথ যিনি এই মগধ রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বর, বীরেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর এ রাজ্য তাঁহারি প্রাপ্য, আপনার ইহাতে কণা মাত্র স্বত্ত্ব নাই আপনি প্রমথনাথের পিতৃব্য, পিতার স্বরূপ, প্রমথনাথ বালক এক্ষণে রাজ্য শাসনে অক্ষম—আপনার উচিত ছিল তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করা, কিন্তু আপনি স্ব ইচ্ছায় সেরূপ মহজ্জনোচিত কার্য্য করেন নাই—রাজ্যলোভে অন্ধ, স্নেহ মমতা পরিশূন্য,

অনাথা পতিবিয়োগ-বিধুরা বিদ্যাবতীর পতি-রাজ্য ও সহায়হীন বালকের রাজ্য বলপূর্ব্বক অপহরণ করেছেন—আমি বোধ করি, মগধে আবাল বৃদ্ধ বনিতা আপনার এই ব্যবহারে কেহই সন্তুষ্ট নহেন এবং আমরাও সন্তুষ্ট নহি, এই জন্য বলি, যে রাজ্য যাহার যদি তাহাকে তাহা প্রদান করেন তা হলে আমরা অত্যন্ত সুখী হই।

রাজা। ভাল, আমরা যদি ইহার বিপরীতাচরণ করি?

দূত। ভীষণ সংগ্রাম উত্থিত নরশোণিতে প্রকৃতি প্লাবিতা হবেন—

রাজা। আমরা সংগ্রামে কাতর নহি—রণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম—আমরাও রণ করিব। আমরাও শোণিতপ্রবাহ বৃদ্ধি করিব—যান আপনি কান্যকুব্জপতিকে এইরূপ বল্‌বেন।

দূত। আচ্ছা আমার দৌত্যের শেষ অবধি শ্রবণ করুন!

রাজা। (সক্রোধে অসি নিষ্কোষ করিয়া) আর অধিক শোনবার কিছু আবশ্যক নাই। আমি যেরূপ বল্লেম আপনি অবিকল সেইরূপ আপনার নৃপতিকে জ্ঞাপন করিবেন, এক্ষণে বিদায় হউন—অশনিপাতের অগ্রে ইরম্মদালোকে আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, এবং অব্যবহিত পরেই অশনি নিনাদ শ্রুতিগোচর হয় আপনি আজ কান্যকুব্জবাসীদিগের চক্ষে সৌদামিনীস্বরূপ হউন, কারণ আপনার কান্যকুব্জে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমার উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, এবং কান্যকুব্জে

আমার জ্যানির্ঘোষ ও শরনিক্ষেপণ শব্দ শ্রুতি-গোচর হবে—আমাদিগের ক্রোধের ভেরীস্বরূপ ও কান্যকুব্জধ্বংশের ভবিষ্যৎ বার্ত্তাবহস্বরূপ গমন করুন—মন্ত্রি! দূতের যথাযোগ্য বাসস্থান প্রদান কর, কোনরূপে না ক্রুটী হয়, তবে এক্ষণে আপনি বিদায় হউন।

(মন্ত্রীর সহিত দূতের প্রস্থান)

রোহিণী দেবী। বৎস্য অংশুমান, আমিত বাবা পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছিলেম যে দুষ্টা বিদ্যাবতী তাহার পুত্রের রাজ্যোদ্ধার নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে একত্র করিবে—দেখ দেখি, কেবল তোমার অপরিণাম-দর্শী বিবেচনায় এরূপ ঘটিল, এখন কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! দুই পরাক্রান্ত রাজসৈন্যের ভীষণ সংগ্রামেও শেষ হবেনা আর ভবিষ্যতের তিমিরাবৃত গর্ভে কি আছে কে বলিতে পারে?

রাজা। জননি, আমাদিগের স্বত্ব ও অধিকার কিসের চিন্তা?

রোহিণী। (সহাস্যে) বৎস তোমার অধিকার স্বত্ব অপেক্ষা অধিক বলবৎ, নচেৎ ইহা যে ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত তাহা আমি জীবন সত্ত্বে কখনই বল্‌তে পারি না।

সেনাপতি। মাত আপনি নিশীথনাথের উজ্জ্বল কুলে পাণ্ডুবংশ সম্ভূতা হয়ে, এমন ভীরুজনোচিত কথা বলেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়। মহারাজ যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্য প্রাপ্ত হউন না কেন, আমরা তাঁহার কিঙ্কর পদবীতে জীবিত থাকিতে,

এই সপ্তদ্বীপা ধরিত্রীর কোনস্থানে এমন বীরপুরুষ নাই, অথবা উপযুক্ত সেনাও নাই, যে আমাদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে—কান্যকুব্জপতি কোন ছার, নৃপতিকুলের তুলনায় আমি তাকে শৃগাল অপেক্ষাও সামান্য জ্ঞান করি, অনুমতি প্রাপ্ত হলে মৃগেন্দ্র যেমন মৃগশাবক বধ করে, দুরাত্মা যে অবস্থায় থাক না কেন, আমি তার ছিন্নমস্তক ও পদপ্রসাদে এই মুহূর্ত্তে প্রদান করিতে পারি—

রোহিণী। বৎস চিরজীবী হও, বীরজনোচিত কথাই তোমার মুখ হতে নিঃসৃত হয়েছে—কিন্তু কেন অকারণ বিপদকে আহ্বান কর।—

সেনাপতি। বিপদ আবার কি—রণে বিপদ কোথায় অবশ্যই শত্রুকে সমুচিত শাস্তি প্রদান কর্‌ব।

রোহিণী। বৎস্য যা বল্‌চ সকলি তোমাতে সম্ভব, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। আমাদিগের পূর্ব্ব পিতামহগণ যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে জানিত যে কুরুসৈন্য ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও নিধন প্রাপ্তহইবে? পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন ভীষ্মদেব সম্মুখরণে সেই পরশুরামকে পরাভব করেন—দ্রোণাচার্য্য ধনুর্ব্বিদ্যায় ক্ষত্রিয় পৃথিবীর গুরু, তবে ধনঞ্জয় রণে কিপ্রকারে তাহাদের বধসাধন করিলেন? অদৃষ্টের অবশ্যম্ভাবী কার্য্য কেহই নিবারণ

করিতে সমর্থ নয়, অতএব যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা সন্ধি সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর—আরও দেখ, যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ, ধর্ম্মেরই জয় হবে—

রাজা। মা আপনি অন্যায় আজ্ঞা কর্‌চেন, যে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে সংগ্রামে আহূত হ'য়ে বিমুখ হল তার জীবনে প্রয়োজন? সে কাননেগিয়া তাপস ব্রত অবলম্বন করুক, আমি ক্ষত্রিয়, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছি রণে ভীত হওয়া মাদৃশ জনের মৃত্যু অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর—রণে আহ্বান করেছে, রণই করিব সন্ধি করিব না—জননি প্রসন্না হন; দাসের এই মিনতি।

রোহিণী। পতনোন্মুখ পর্ব্বতচূড়ার পতন কে রক্ষা করিতে পারে? নদীস্রোতকে প্রতিকূল পথে কে পাঠাইতে পারে? আমি বুঝিয়াছি সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কোন সদুপায় চেষ্টা হইবে না—তবে আপন পক্ষের বল সম্যক অবগত হও, পরে সেনাপতি ও অমাত্যবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যুদ্ধযাত্রা কর আমার কিছুমাত্র অমত নাই।

সেনাপতি। মাত, আপনার মুখ হতে যে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য নিঃসৃত হয়েছে তাহাতেই আমরা কৃতার্থম্মন্য হলেম—আপনি প্রসন্না থাক্‌লে সমরে স্বয়ং শচীনাথও যদি রণভূমে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হন, তথাপি আমার কিছুমাত্র ভয় হয় না।

রাজা। কেয়ূরবান, তুমি অদ্য বৈকালেই আমায় সংবাদ দেবে ধনাগার হ'তে আমরা কি পরিমাণে এই উপস্থিত যুদ্ধেব্যয় কত্তে পারি।

কোষাধ্যক্ষ। মহারাজ গত পঞ্চদশ বৎসরাবধি ধনাগারে অপরিমিত ধন সঞ্চয় হয়েছে উপস্থিত যুদ্ধে ১০ কোটী মুদ্রা অনায়াসেই ব্যয় করিতে পারেন, অথচ তাহাতে ধনাগারের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না।

[মন্ত্রির প্রবেশ]

রাজা। তবে তুমি কাল প্রাতেই ধনাগার হতে আপাতত চারি কোটি মুদ্রা বাহির করে রাখ্‌বে

মন্ত্রি। মহারাজ কান্যকুব্জপতি সসৈন্যে আগতপ্রায়—আমি তথায় আমার কতিপয় বিশ্বাসী লোককে তাহাদিগের বলাবল সম্যক অবগত হবার জন্য প্রচ্ছন্ন বেশে পাঠিয়েছিলেম, তারা ফিরে এসে বল্লে যেমন পঙ্গপাল দল আকাশমণ্ডল ছাইয়া যায়, সুর্য্যদেব ও দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি তিনি অগণ্য সুশিক্ষিত সেনা লইয়া, আমা-দিগের প্রতিকূলে আগমন করিতেছেন—আর আমা-দিগের সহিত যুদ্ধ উদ্দেশে ক্রমান্বয়ে আজ তিন বৎসর সৈন্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন—আরও বল্লে বোধ হয় অধুনা পৃথিবীর উপর এমন কোন রাজারই সৈন্য নাই, যে তাহাদিগের প্রতাপ সহ্য করে।

রোহিণী। তোমরা সকলেই এ সভায় উপস্থিত আছ এবং সেনাপতিও স্বয়ং উপস্থিত আছেন; সকলে পরামর্শ করিয়া যাহা যুক্তিসিদ্ধ হয় কর—কিন্তু আর সময় নাই বিলম্বে অনিষ্ট হইতে পারে—কাকোদর গহ্বরে থাকিলে ভয় কি? কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তির শয্যার উপর উঠিলে কি উপায়ে সে রক্ষা হইতে পারে?—তাহারা এনগরে উপনীত হইতে না হইতেই তোমরা তাহাদিগকে আক্রমণ কর—বিপক্ষগণ নগর বেষ্টন করিলে যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা কোথায়?—বিলম্ব না হয়, কল্যই ভগবান বিশ্বেশ্বরের চরণ বন্দনা করিয়া যুদ্ধ যাত্রা কর।

সেনাপতি। মহারাজ সর্প গরুড়ের নীড়ে আসিয়া কি পুন ফিরিয়া যাইতে পারে? সিংহ-গহ্বরে শৃগালের পরাক্রম কি সম্ভব? দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে চন্দ্র উদয় হইলে অংশুমালীর তেজ কি হ্রাস হয়? শারদীয় নীল নভস্থলে মেঘাড়ম্বর? পূর্ণচন্দ্রোদয়ে খদ্যোতিকা প্রভা? কান্যকুব্জের সৈন্যগণ সুশিক্ষিত, তাহাতে কি ক্ষতি?—হরিণ ও কেশরীতে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ,—শাবক হইলেও খাদ্য, বৃদ্ধ হইলেও খাদ্য—প্রতাপাদিত্যের সেনা সকল যতদুর সুশিক্ষিত হউক না কেন, সমরাঙ্গণে নবমীর দিন যেমন পশুবধ হয় সেইরূপ তাহাদিগকে বিনাযুদ্ধেই বধ করিব। তবে একথাও বলি, নগরে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা অপেক্ষা শত্রুরে আক্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত,—মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা হয়।

রাজা। সেনাপতি! তুমি আজই দুর্গমধ্যে ঘোষণা কর, কল্য প্রাতেই কান্যকুব্জ অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে।—মন্ত্রি, তোমার রণস্থলে যাবার কোন প্রয়োজন নাই—এইখানে থাকিয়া রাজকার্য্য সমুদয় যথাযোগ্য সম্পাদন কর। মা আপনি, গুরুদেব ও পুরোহিত মহাশয়কে আনয়ন করিয়া মাঙ্গল্য হোম জপাদির অনুষ্ঠান করুন আমরা কল্যই যাত্রা করিব।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। মহারাজ! এই নগরের দুইজন সম্ভ্রান্ত লোক মহারাজের সাক্ষাৎকার লাভের অভিলাষে দ্বারে দণ্ডায়-মান আছেন।

সেনাপতি। অনুমতি হয় ত আমি এক্ষণে বিদায় হই—সমুদায় উদ্যোগ কর্ত্তে হবে।

রাজা। এক্ষণে এস। সাবধান! যেন কোন বিষয় ভুল না হয়! (সেনাপতির প্রস্থান) প্রতিহারি! আচ্ছা তুমি তাঁদের সঙ্গে লয়ে শীঘ্র এস।

[পতিতপাবন ও মদনমোহনের প্রবেশ]

রাজা। আপনার নিবাস কোথা ?—

পতিত। মহারাজের অধীনস্থ প্রজা,—এই মগধেই আমার বাস, ৺কৃতবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র, যিনি এক সময়ে হৃত পূজ্য মহারাজের অনুগ্রহে মগধের সেনাপতি ছিলেন।

রাজা। আপনার নিবাস কোথা ?

মদন। আজ্ঞা—এই মগধে আমারও বাস; কৃতবর্ম্মার পুত্র এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী।

রাজা। উনি জ্যেষ্ঠ আর আপনি উত্তরাধিকারী তবে বোধ হয় আপনারা উভয়ে একমাতার গর্ভজাত না হবেন।

পতিত। আমরা উভয়ে যে একজনের গর্ভজাত তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদিগের উভয়ের পিতা যে একজন তা আমি কি করে বল্‌বো? সে বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য আমি পরমেশ্বরের উপর কিম্বা আমার মাতার উপর ভারার্পণ কর্ত্তে পারি।

রোহিণী। তুমি অত্যন্ত পাপী! তুমি এই রাজ সভায় অনায়াসে তোমার গর্ভধারিণীর নিন্দাবাদ কচ্ছো?—

পতিত। আজ্ঞে আমি? মাতার নিন্দায় আমার কোন প্রয়োজনই নাই, আমার এই ভ্রাতারই উদ্দেশ্য তাই, কারণ উনি যদি এইটি সপ্রমাণ কর্ত্তে পারেন তাহলে আমার মৃত পিতার যে দশসহস্র মুদ্রা বার্ষিকী আয় আছে তা হতে আমাকে একেবারেই বঞ্চিত করেন—পরমেশ্বর আমার পূজনীয়া মাতার মান্য রক্ষা করুন।

রাজা। আচ্ছা কনিষ্ঠ হয়ে যে উনি তোমার পিতার বিষয়ে সম্পূর্ণ দাওয়া কচ্চেন তার কারণ কি?

পতিত। আমি কিছুই জানিনা ভগবান বল্‌তে পারেন, তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে মদনমোহন একদিন আমায় জারজ অপবাদ দিয়াছিল—অধিক আর কি বল্‌ব আপনারাই

বিচার করুন আমাদিগের অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখশ্রীতে কার আমার পিতার প্রতিমূর্ত্তির অনেক সাদৃশ্য আছে? হে পিতঃ কৃতবর্ম্মা আমি তোমাকে ও পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে তোমার মত আমার মুখশ্রী হয় নি।

রাজা। পরমেশ্বর আজ ভাল এক পাগলের পাল্লায় ফেলেছেন।

রোহিণী। দেখ বাবা অংশুমান, জ্যেষ্ঠটীর মুখশ্রী অবিকল তোমার মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় এবং গলার স্বরও প্রায় সেইরূপ, তুমি কি কিছু অনুভব কর্ত্তে পাচ্ছনা?

রাজা। আমি ভাল করে পরীক্ষা করেছি এবং সম্পূর্ণ বোধ হচ্ছে যে এ ব্যক্তি দাদা মহাশয়েরই পুত্র। ওহে তুমি কেন তোমার জ্যেষ্ঠকে তোমার পিতার বিষয়ের অংশ প্রদানে অসম্মত?

পণ্ডিত। মহারাজ! কারণ ওঁর পিতার ন্যায় চেহারা তাও কিন্তু ঠিক নয়।

মদন। আমার যখন ষোড়শ বৎসর বয়স আমার পিতা একদিন আমাকে ওঁর অবর্ত্তমানে কতকগুলি কথা বলেছিলেন।

পণ্ডিত। এই বল্যেই ভাই তুমি যে সব বিষয় পাবে তা কখন হতে পারে না তোমার মার কিছু অবশ্যই বল্‌তে হবে।

মদন। মহারাজ, পিতা আমায় বলেছিলেন যে উনি তাঁহার প্রকৃত পুত্র নন—মৃত মহারাজের দাসীপুত্র, তাঁহারই

আদেশ ক্রমে আমার পিতা ওঁকে পালন করেছিলেন মাত্র—তবে উনি অল্প বয়স অবধি আমার মার কাছে থাক্তেন বলে তাঁহাকেই মা বলে ডাক্তেন, এবং সে সময়ে তাঁহার সন্তানাদি না থাকায় তিনিও যথোচিত স্নেহ করিতেন এবং এখনও করেন—আর আমার পিতাকেও পিতা বলে ডাক্‌তেন, এই পর্য্যন্ত ওঁর দাওয়া এবং আমার বক্তব্য, এখন মহারাজের বিচারে যাহা হয় তাই করুন।

রাজা। যখন তোমার পিতার কোন ইচ্ছাপত্র নাই, অথবা তাঁহার মৃত্যুকালীন কোন ভদ্রলোকের সমক্ষে তোমার কথামত কোন রূপ কথাই তাঁহার মুখ হইতে নিস্থত হয় নাই; তখন আমার বিবেচনা হয় তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পালকপুত্রই হউন আর পোষ্যপুত্রই হউন, মগধের রীতি অনুসারে, উনি তোমার পিতার ঐশ্বর্য্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তবে তুমি কনিষ্ঠ বলে যে নিতান্তই বঞ্চিত হবে এমন নয়—তোমার পৈতৃক বিষয়ের বার্ষিক আয় কত?

পণ্ডিত। (সাগ্রহে) দশসহস্র মুদ্রা।

রাজা।—মগধের এই রূপ রাজনিয়ম যে ইতর লোকের সন্তানাদি পৈতৃক বিষয়ের সমান অংশ পায়, কিন্তু উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকের পৈতৃক বৈভব জ্যেষ্ঠপুত্রই কেবল প্রাপ্ত হয়, সেই নিয়মানুসারে আমার মতে জ্যেষ্ঠ বার্ষিক সাতসহস্র এবং কনিষ্ঠ কেবল জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রা পাইতে পারেন।

মদন। আপনি আমাদিগের পিতার স্বরূপ, মগধের অধীশ্বর আপনার বিচার কখন অবিচার নয়, তবে অনুগ্রহ করে আমার পিতা মৃত্যুকালীন যে ইচ্ছাপত্র করে গেছেন, যদি দেখেন তখন কিরূপ বিচার করেন তাহা বলিতে পারিনা (পত্র প্রদান) এই আমার পিতার ইচ্ছাপত্র।

রাজা। (পত্রগ্রহণ ও পাঠ) আচ্ছা ইচ্ছাপত্রে কেহ সাক্ষী নাই কেন ? যখন ইহা লেখা হয় তখন তুমি তথায় উপস্থিত ছিলে ?

মদন। ছিলাম, সে সময় আমি এবং আমার পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী ভিন্ন আর কেহ উপস্থিত ছিল না।

পতিত। তুমি আর আমার স্বত্ব নষ্ট করিতে পার না যখন মহারাজ আজ্ঞা কবেছেন।

রোহিণী। আচ্ছা পতিতপাবন, তুমি কৃতবর্ম্মার পুত্র হতে চাও না মৃত মগধেশ্বরের দাসীপুত্র হতে চাও।

পতিত। (ক্ষণেক মৌনভাবে অবস্থিতি) মা, যদ্যপি আমার ভ্রাতার আমার মত আকৃতি হত, এবং আমার তাহার মত আকৃতি হত, আর আমার এই দুই পদ অশ্ব অপেক্ষাও অধিক বেগগামী হত, দুই হস্ত কার্ত্তবীর্য্যের অপেক্ষা বলশালী হত, তা হলেও আমি আর তাহার প্রার্থনা করিতাম না। বার্ষিক দশ হাজার টাকা পেলে হবে কি ? চেহারা দেখলে অঙ্গ জল, দিনের বেলা পথে বেরোবার যো নাই কাকে ঠোক্‌রাবে। মা, আমার মন ত কোন

মত্তেই কৃতবর্ম্মার পুত্র হতে চায় না, আমি বেশ করে বিবেচনা করে দেখ্‌লেম।—

রোহিণী। আমি তোমার কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি তোমার পৈতৃক বিভবের মায়া পরিত্যাগ কর, সম্প্রতি কল্যই আমরা কান্যকুব্জে যুদ্ধযাত্রা করিব, আমাদের সহিত চল তোমার ভাল হইবে।

পতিত। (সাহ্লাদে) ভাই তোমার পিতার যে বিষয়াদি আছে, তুমি সে সকল সুখে সম্ভোগ কর, আমি কিছুই চাইনা, আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিব। তোমার মুখের আকৃতির গুণে আজ তুমি দশ সহস্র টাকা বার্ষিক আয় পেলে, কিন্তু ও পোড়ার মুখের ছবির সিকি পয়সাও দাম নয়। মা আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যমালয়েও আপনার অনুগামী হব।

রোহিণী। যমালয়ে তুমি আমার অনুগামী হবে কিম্বা আমি তোমার অনুগামিনী হব তা নিশ্চয় বলা যায় না।

রাজা। তোমার নামটী কি বল্‌লে ?

পতিত। আজ্ঞা আমার নাম পতিতপাবন এবং আমি ঐ নামেই খ্যাত।

রাজা। আজ অবধি তুমি মগধ রাজসভার সভ্য হলে, এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য বাৎসরিক বিশ সহস্র মুদ্রা মগধ রাজকোষ হইতে প্রাপ্ত হইবে, আর রাজ প্রাসাদের অনতি দূরে তোমার বাস গৃহ প্রস্তুত হইবে।

রোহিণী। তুমি জান আমি তোমার পিতামহী আজ অবধি আমায় তাই বলে সম্বোধন কোরো।

পতিত। যাও ভাই তুমি এক্ষনে বিদায় হও তোমার দাবি দাওয়া সমুদায় নিষ্পত্তি হল, তোমার অদৃষ্টে ধন আর আমার অদৃষ্টে মান্য, বিধাতার ঈপ্‌সিত কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, ভাই তবে এক্ষণে এস (হস্ত চুম্বন)

(পতিত পাবন ভিন্ন সকলের প্রস্থান)

(স্বগত) কি মজাই হল, লোকে কথায় বলে "মানুষে দিলে কুলোয় না, আর দেবতায় দিলে ফুরোয় না। বিবাহের সম্বন্ধে ঘটক হয়ে এসে নিজের বিবাহ হয়ে গেল। হা হা হা বিশ সহস্র মুদ্রা! কৃতবর্ম্মার বাবারও এমন সুখ্ হয় নি কেউ স্বপ্নে রাজা হতে পায় না, আর আমি মকর্দ্দমা কত্তে এসে রাজপুত্র হয়ে গেলেম, হা হা হা বিশ সহস্র মুদ্রা? মগধরাজসভার সভ্য হলেম, ভাগ্‌গিস কৃতবর্ম্মার মত মুখ হয়নি! (পরিক্রমণ করিয়া) লোকের অবস্থা উন্নত হলেই মেজাজও বড় হয়। কাজেই আমার মেজাজ বেড়ে গেল। আমি জানি তার নাম রাম কিন্তু ধিনিকৃষ্ণ বলে ডাকবো—কাল এঁরা যুদ্ধ যাত্রা করবেন আমাকেও আমাদের এঁদের সঙ্গে যেতে হবে, মনে হলেই ইচ্ছা হয় এক দৌড়ে মার কাছে পালিয়ে যাই, বাবা যুদ্ধ করা কি আমার পোষায়? কিন্তু আবার তাও বা বলি কেমন করে, যদি কৃতবর্ম্মার ছেলে হই তাহলে কৃতবর্ম্মা সেনাপতিছিলেন, আর যদি

বলি, রাজ-ঔরাস-জাত, তা আমার দুইদিকেই সমান, সমান হলে হবে কি? যখন ক্ষুর দেখলেই ভয়ে মরি, তখন যুদ্ধের অস্ত্রাদি দেখলে যে মূর্চ্ছা যাব তার কি আর সন্দেহ আছে? আচ্ছা চোকে কাপড় বেঁদে কি যুদ্ধ করা যায় না? তাহলেও বা একবার না হয় যুদ্ধ করি—তরয়ালের চকমকানিতো কিছুতেই চক্ষে সহ্য হবে না—যুদ্ধও নানা প্রকার আছে। আচ্ছা, আমি যদি বাক্‌যুদ্ধ করি তাহলে কি আমায় নেবে না? যোদ্ধার ত এমন রীতি নয়, যে, যে অস্ত্রে পারদর্শী সে সেই অস্ত্রে যুদ্ধ করিবে, আমি মহারাজকে বলে কয়ে বাক্‌যুদ্ধই করব্ সেটা আমার ভারি রপ্ত আছে—আমি মহারাজকে স্পষ্টই ভেঙ্গে বলব্ যে আমি অস্ত্র যুদ্ধে বড় পটু নই। গালাগাল দিয়ে আমি যে কাজ করব, লোকে পাশুপতাস্ত্রে তার সিকির সিকিও কর্ত্তে পারবে না। যুদ্ধ ত এক রকম ফতে করা গেল। এখন অবধি আমার স্বভাবটা বদলাতে হবে। মহারাজ বলেছেন বিশসহস্র মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি দেবেন, এ রকম স্বভাব থাক্‌লে পতিতপাবন আকাশ থেকে পল্লেন; ওদিকে কৃতবর্ম্মা বাপ ঘুচে গেছে শেষকালে তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল দুদিক না যায়, যাওয়া যাক আর ভাবলে কি হবে, কালত যুদ্ধ-যাত্রা কত্তিই হবে, গোলে মালে চণ্ডীপাঠ করে বেড়াব যুদ্ধের কাছেও যাবনা (পরিক্রমণ করিতে করিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

মগধ—দুর্গপ্রাচীরের সম্মুখ।

রাজা প্রতাপাদিত্য, তাঁহার পুত্র শশিশেখর, বিদ্যাবতী, প্রমথনাথ ও শূরেন্দ্র সিংহ আসীন।

শশি। প্রমথনাথ, তোমার পিতা ভূপতিদিগের মুখোজ্জ্বল করিতেছিলেন—তাঁহার জীবন সময়ে পৃথিবীতলে এমন কোন বীর পুরুষ ছিলনা যে সম্মুখ রণে তাঁহার প্রতাপ সহ্য করে—তুমি তাঁহারই পুত্র, তিনি তৎসাময়িক ভূপালদিগের মধ্যে যথার্থ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, প্রজারঞ্জনানুরোধে তিনি আপন অমূল্য জীবনরত্ন প্রদানে সঙ্কুচিত হন নাই। আর তোমার পিতৃব্য দুরাত্মা অংশুমান রাজশোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজ্যলোভে অনায়াসে অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পিতৃরাজ্য হতে বঞ্চিত করিল—আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ তোমাকে তোমার পিতৃসিংহাসন প্রদান করিব।

প্রমথ। আমার আর কেহই নাই আমি পিতৃহীন—কান্যকুব্জই আমার সম্পূর্ণ আশা, আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ না করিলে আর কে করিবে?

শশি। প্রমথনাথ ভাই আমি তোমার শিষ্টাচারে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার উপকারার্থে কে না অস্ত্র গ্রহণ করিবে?

শূরেন্দ্র। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যতদিন আমি তোমাকে মগধের সিংহাসনে বসাইতে না পারি, তত দিন স্বদেশে ফিরিব না এবং আমার এই সেনানী-পরিচ্ছদও পরিত্যাগ করিব না।

বিদ্যা। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি আপনারা দীর্ঘায়ু হয়ে নিরাপদে থাকুন। (সরোদনে) বিধাতা আমার প্রমথনাথকে অবনিমণ্ডলে সহায়হীন করেছেন, আপনারা যে পর্য্যন্ত সাহায্য করিতেছেন জন্মদাতা জনকও এরূপ করেন না। পরমেশ্বর কৃপাকটাক্ষে রক্ষা করুন, অধিনীর আর কেহই নাই—

শূরেন্দ্র।—পরমে র এখনও যে অংশুমানের মস্তকে বজ্রপাত করিলেন না এই আশ্চর্য্য, জগতে এমন কেহই মমতা শূন্য নাই যে এ সংগ্রামে সহায়তা না করে।

প্রতাপ।—শশিশেখর সকলে প্রস্তুত হও আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই, অগ্রে আপনাদিগের কার্য্য সমাধা কর—কি জানি যদি শত্রু এই দণ্ডেই এই স্থানে উপস্থিত হয়?

বিদ্যা।—আমাদিগের দূতের আগমন প্রতীক্ষা করা আবশ্যক—দূতপ্রমুখাৎ সকল সংবাদ অবগত হইয়া তার পর যাত্রা করিলে ভাল হয় না?

(দূতের প্রবেশ)

এই যে।

প্রতাপ।—কি আশ্চর্য্য! নিশ্চয়ই বিধাতা আমাদিগের প্রতি

সুপ্রসন্ন, বিদ্যাবতী এই মুহূর্ত্তে দূতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল (দূতের প্রতি) তবে মগধের সংবাদ কি?

দূত। মহারাজ আপাতত প্রত্যাগমন করুন, পরে সংগ্রাম সহিষ্ণু এবং পূর্ণ সংখ্যা অনীকিনি লইয়া সংগ্রামে আগমন করিবেন—মগধরাজ আমার দৌত্যে একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া স্বয়ং রণ-পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন এবং আমি বোধ করি তাঁহারা আগতপ্রায়; তাঁহার সৈন্য সমুদায় সুশিক্ষিত, অসংখ্য এবং বিজয়ী, তাঁহার সমভিব্যাহারের সুপরিনামদর্শিনী আর্য্যা রোহিণী দেবীও আসিতেছেন এবং তাঁহার ভাগিনেয়ী বিশ্ববিমোহিনী আর হত মগধরাজের পরম বুদ্ধিজীবী দাসীপুত্রও আসিতেছে—মগধের সেনার কথা আর কি বলিব স্বয়ং দেবরাজ মঘবান সমরে পরাঙমুখ হন! এবং সাহসের কথা কি বলিব তাহারা যমকেও ভয় করে না, প্রতি নিয়তই বাহ্বাস্ফোটন করিতেছে ও উচ্চৈঃ-স্বরে নির্ভয়ে কান্যকুব্জপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে—আমার দৌত্যের সকল বলিলাম মহারাজের যদৃচ্ছা করুন। তাহারা আগতপ্রায়, উপেক্ষা করিবার সময় নাই।

প্রতাপ।—ওহো-হো-হো কি করা যায়? অদৃষ্টে যাই থাক এই বলেই যুদ্ধ করিব।

শূরেন্দ্র।—সাহসে কি না হয়? বলবান ভীরু অপেক্ষা সাহসী দুর্ব্বল মাননীয়, মগধসেনা যেরূপ হউক না কেন সংগ্রামে তাহারা আমাদিগের বলবীর্য্য অবগত হইবে।

(মগধাধিপতি অংশুমান, রোহিণী দেবী, বিশ্ববিমোহিনী, পতিতপাবন, মন্ত্রী ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

অংশু। যদ্যপি কান্যকুব্জপতি আমাদিগকে বন্ধুরূপে প্রবেশ করিতে দেন ভাল; নচেৎ জানিবেন পরমেশ্বর আজ আমাদিগকে যমরাজের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

প্রতাপ। কান্যকুব্জের সহিত মগধের সম্পর্ক দূর নহে, মগধকে আমরা স্নেহ করি এবং সেই মগধেরই অনুরোধে এই বিপুল অস্ত্র-শস্ত্র-সমাকুল সেনা সমেত আগমন করিয়াছি। আপনি মগধের প্রকৃত অধীশ্বরকে তাহার বাল্যাবস্থাপ্রযুক্ত রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন, এই দেখুন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রমথনাথ সেনামধ্যে বিচরণ করিতেছে— মগধে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধীশ্বরছিলেন, প্রমথনাথ তাঁহার পুত্র, মগধরাজ্যে প্রমথনাথ স্বত্ববান—আমি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতেছি বলুন আপনি কি প্রকারে মগধের অধীশ্বর হইলেন?

অংশু। কান্যকুব্জপতি কাহার প্রমুখাৎ এই রূপ শুনিয়াছেন? এবং যুদ্ধোদ্যম কেন?

প্রতাপ। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ যাঁহার সৃষ্টি মধ্যে জীবগণ বাস করিতেছে, যাঁহার রাজ্যে অবিচার নাই; যিনি একাকী এই অসংখ্য প্রাণিসমাকুল সমগ্র ধরামণ্ডলের আধিপত্য করিতেছেন তাঁহার ইচ্ছায় আজ সশস্ত্র।

অংশু। কি আশ্চর্য্য, আপনারা অন্যায় বিচার করিয়াছেন।

প্রতাপ। মার্জ্জনা করিবেন কান্যকুব্জে অবিচার নাই, মগধের অবিচারে প্রকৃতি পাপিনী।

রোহিণী। কান্যকুব্জপতি! কে সে অবিচারী?

বিদ্যা। আমি ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। তোমার প্রিয় পুত্র।

রোহিণী। বিদ্যাবতী ক্ষান্ত হও, তুমি কি আশাকর যে তোমার জারজ পুত্র মগধের অধীশ্বর হইবে। আর তুমি রাজমাতা হইয়া বসুন্ধরা শাসন করিবে?

বিদ্যা। ইহলোকে পতি মানসমন্দিরে পরমারাধ্য দেবতা—সতীর কণ্ঠরত্ন জীবনের জীবন, যে নারী সাবিত্রী-ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত সে যদি ত্রিদীবধামের সুরসুন্দরী হয় তথাপি ঘৃণিত। আমি পরমেশ্বর প্রত্যক্ষে শপথ করিয়া বলিতে পারি যে জ্ঞানে কখনই কুপথে পদার্পণ করি নাই। বৃষ্টি হইতে জল, অগ্নি হইতে অগ্নি স্বভাবিক একরূপই হয়, আমার পুত্র জারজ! আমি বোধ করি তাহার জনকের জন্মও ঈদৃশ অশংসয় নয়।

শূরেন্দ্র। আপনারা কেন উভয়ে অকারণ বাকবিতণ্ডা করিতেছেন?

পতিত। এই যে মড়ল মহাশয় মাথায় পাগ বেঁধে এসেছেন।

প্রতাপ। শশিশেখর, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির কর।

শশি। মূর্খ ও স্ত্রীলোকদিগের মতে স্থিরতা নাই, আমা-

দিগের যেই কথা সেই কার্য্য যুদ্ধ করিতে আসিয়াছি যুদ্ধ করিব (মগধ দেশধিপতির প্রতি) রাজন প্রমথনাথের স্বপক্ষে আপনার নিকট হইতে মগধ, কেতকিপুর, জম্বুদ্বীপ, গয়া এবং সমগ্র বেহার রাজ্য প্রার্থনা করি—আপনি এই সমস্ত প্রদান করিবেন কি না?

অংশু। নশ্বর জীবন চিরস্থায়ী নয় একদিন অবশ্যই লয় প্রাপ্ত হইবে। কান্যকুব্জ আমার পক্ষে তৃণতুল্য, প্রমথ নাথকে আমার হস্তে প্রদান করুন, ভীরু কান্যকুব্জ যাহা কখন স্বপ্নেও জয় করিতে পারে নাই আজ আমি স্বইচ্ছায় তাহা প্রদান করিব—আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে আমায় দিন।

রোহিণী। প্রমথনাথ, দাদা এস ভাই আমার কাছে এস।

বিদ্যা। যাও তোমার পিতামহীর কাছে যাও, তোমার রাজ্য তাঁহার পুত্রকে প্রদান কর তিনি তোমাকে তাহার বিনিময়ে উত্তম উত্তম কৌতুক পূর্ণ দ্রব্য দিবেন—আহা! অত্যন্ত স্নেহময়ী পিতামহী।

প্রমথ। জননী ক্ষান্ত হন, আমি পূজ্য পিতামহীর স্নেহ বিশেষ অবগত আছি (সরোদনে) জননী আমি আজীবন দুঃখভোগ করিতেছি বিধাতা আমার ভাগ্যে সুখ লেখেন নাই। এ জীবন বৃথা, এদেহের পতন ভিন্ন সুখ কখনই নাই।

রোহিণী। আহা! পাপিনী প্রসূতীর অপ্রিয় বাক্যে বালক কাঁদিতেছে।

বিদ্যা। মাতার বচনে রোদন করিতেছেনা, পিতামহীর ব্যবহারে নয়নে নদীস্রোত বহিল। (সক্রোধে) আর তোমাদের রক্ষা নাই, অবিলম্বেই বিনষ্ট হইবে। বিধাতা সহায়হীন বিধবার প্রতি অবশ্যই মুখতুলে চাইবেন। ধরণীতে ধর্ম্ম অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই ও কখনই হইবেনা, ধর্ম্মের সুক্ষ্মগতি, অবশ্য জয় হইবে——

রোহিণী। রাক্ষসি, পাপিয়সী, তুমি আপনার কর্ম্মদোষে দুঃখ পাও, ধর্ম্মের দোষ দাও কেন?

বিদ্যা। আমি পাপিয়সী নচেৎ কেন এত দুঃখপাই কিন্তু তোমার পাপের ইয়ত্তা নাই, তুমি বালকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছ তোমার পাপে আমার পুত্র এত কষ্ট পাইতেছে।

রোহিণী। আমারজন্য তোমার পুত্র দুঃখভোগ করিবে কেন? পিতামাতার পাপে সন্তানে কষ্টপায়, ভূপতির পাপে প্রকৃতিপুঞ্জ দুঃখভোগ করিয়া থাকে;—পাপিনী, তুমি কি জাননা তোমার পতির ইচ্ছাপত্র আমার নিকট আছে? স্রোতস্বতী সাগরমুখে ধায়—মৃত্যু-কালে মনুষ্যের সোদর সদৃশ আত্মীয়বর্গকে মনে পড়ে, পত্নীর প্রতি স্নেহ তাদৃশ বলবতী থাকে না—যদি বল তুমি পুত্রবতী? স্নেহ পুত্র অপেক্ষা অন্যে অধিক হয় না, সে কথা যথার্থ কিন্তু সে ঔরসজাত পুত্রে—তুমি স্বেচ্ছা-চারিণী তোমার পুত্র জারজ, তাহাতে স্নেহ হইবে কেন? বরং মৃত্যুকালে পত্নীকৃত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া

অন্তর মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর দগ্ধ হয়, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এই সকল জানিয়াই তোমার পতি স্বইচ্ছায় অংশুমানকে তাঁহার স্বরাজ্য দান করিয়া যান।

বিদ্যা। (সরোদনে) হা বিধাত ! আমি বিধবা, নবীন যৌবনে বিধবা। হা প্রাণেশ্বর, তুমি কোথায়, একবার আসিয়া দেখ তোমার প্রেমপাগলিনী বিদ্যাবতী বিষাদে আর জীবন ধারণে অক্ষম। তোমার ঔরসজাত পুত্রকে তোমার পূজ্যা জননী জারজ বলিতেছেন। আমি পাপিনী, আমার প্রাণ বধ হউক আমি অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রাণপতির পূজনীয়া জননীর মুখে এতাদৃশ কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া আর এক মুহূর্ত্তও এই পাপ পৃথিবীতে থাকিতে ইচ্ছা করে না। রাজ্যে আমার অপবাদ ঘোষিত হউক, সমগ্র ভারতবর্ষে হউক, ব্রহ্মাণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে আমার নিন্দা করুক তাহাতে ক্ষতি কি ? (রোহিণীর প্রতি) তুমি যে একখানি ইচ্ছাপত্র প্রস্তুত করিবে, তাহা আমি বহুকাল জানি, অনাথিনীর পুত্রকে প্রবঞ্চনা সকলেই করিতে পারে, প্রাণেশ্বর জীবিত থাকিলে আমি আজ কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিতাম না—জগদীশ্বর অবশ্যই ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন, আমি অবলা অনাথিনী আমার আর কে আছে ?

প্রতাপ।—ক্ষান্ত হউন, আপনারা যে ঈদৃশ ইতরজনোচিত— কলহ করেন দেখিলে দুঃখ হয়, ঐ শুনুন জনপদ-

বাসী প্রকৃতিপুঞ্জ তোরণ সমীপে ভেরিধ্বনি করিতেছে—উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাক্, কাহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উহাদিগের ইচ্ছা ?

(নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ)

প্র-না। আপনারা আমাদের নগরে কেন এতাদৃশ উপদ্রব করিতেছেন ?

প্রতাপ।—আমরা কান্যকুব্জবাসী মগধের জন্যই সেনা সহিত যুদ্ধবেশে আহূত।

অংশু।—হে মগধবাসী মহোদয়গণ, আমি তোমাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিতেছি এবং তোমাদিগের নিরুপদ্রবে রাখিবার জন্য কান্যকুব্জপতির বিরুদ্ধে নগর হইতে রণবেশে বাহির হইয়াছি।

প্রতাপ।—হে মগধদেশবাসী ভদ্রকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তোমরা প্রমথনাথের যথার্থ প্রজা এবং সেই প্রমথনাথের পক্ষসমর্থনার্থে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি।

অংশু।—মগধের উপকারের জন্য আমার কথা অগ্রে শ্রবণ কর, এই যে আমাদের নগর সম্মুখে উড্ডীয়মান পতাকা পুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতেছ এসকল কান্যকুব্জপতির, আমাদিগের ধ্বংশের জন্যই কান্যকুব্জ সমাগত, তোমাদিগের রক্তস্রোত প্রবাহিত করিতে কান্যকুব্জ জয়নির্ঘোষ ও ধনুষ্টঙ্কার করিতেছে, সুতরাং আমি কি রূপে নিশ্চিন্ত থাকি ? প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন সুখান্বেষণ করাই নৃপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং সেই অনুরোধেই কান্যকুব্জের

দমন জন্য মরণ সংকল্প হইয়া সংগ্রামে আগমন করিয়াছি, এ নশ্বর জীবন বৃথা একদিন অবশ্যই ঈশ্বরে লীন হইবে, স্বদেশোদ্ধার নিমিত্ত যদ্যপি দেহপতন হয় সেও প্রার্থনীয়; কিন্তু ঈদৃশ বদান্য কার্য্যে জীবনে মমতা করা কাপুরুষের কাজ—আমি জীবিত থাকিব অথচ প্রজাগণ উপদ্রব শূন্য হইবে না,—তবে সে জীবনে প্রয়োজন? আমি এই অস্ত্র স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে দেহপতন হউক তথাপি মগধের মান রক্ষা করিব। হে বিনয়ী ও শান্তস্বভাব প্রজা-বৃন্দ! তোমারা আমাকে নগরে প্রবেশ করিতে দাও।

প্রতাপ।—অংশুমানের রাজ্যভার গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে কে এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিল? বীরেন্দ্র সিংহকি তোমা-দিগকে দ্বাবিংশতি বৎসর অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন করেন নাই? তাঁহার পালনে তোমরা কি সন্তুষ্ট ছিলে না? তিনি কি তোমাদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারেন নাই? তোমরা কি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ নহ? —আমি তোমাদিগের স্বভাব উত্তমরূপ অবগত আছি তোমরা কৃতঘ্ন নহ তবে তোমরা অদ্যাপিও তাঁহার পুত্র শ্রীমান প্রমথনাথকে মগধের সিংহাসনে বসাইতেছ না কেন? ইহলোকে সকলি অনিত্য কেবল ধর্ম্মই একমাত্র সত্য—এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির সমুদায় বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদন করিতেছে। ইতরেতর পার্থিব সুখ অপেক্ষা ইহলোকে

নৈসর্গিক ধর্ম্মই প্রার্থনীয়। ধর্ম্মপথে চলিলে তাহার কখনই অনিষ্ট হয় না, সকলেরি পুরস্কার আছে ধর্ম্মের কি পুরস্কার নাই? অবশ্য আছে, জীবন সুখ স্বচ্ছন্দে যাপন করিয়া পরলোকে ত্রিদিবধামে অনন্ত সুখ ভোগে বঞ্চিত হইবে না। আর অধিক কি বলিব, যে বস্তু যাহার যথার্থ প্রাপ্য সে বস্তু তাহাকে প্রদান করিলে ধর্ম্মসংগত হয়। আমার যাহা বক্তব্য বল্লিলাম এক্ষণে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি।

প্র-না। আপাতত আমরা মগধরাজের প্রজা বটে, তাঁহারি জন্য এই নগর-তোরণ রক্ষা করিতেছি।

অংশু।—তবে আমাকেই তোমাদিগের ভূপতি স্বীকার কর এবং দ্বার উদ্ঘাটন কর।

দ্বি-না। এক্ষণে আমরা উভয়কেই নগরে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না, যিনি মগধের প্রকৃত অধীশ্বরত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিবেন তাঁহাকেই নগরে প্রবেশ করিতে দিব এবং তাঁহাকেই রাজ সম্মান প্রদান করিব; আর জানিবেন আমরা তাঁহারি বশম্বদ প্রজা—নচেৎ আজ সমগ্র পৃথিবী একদিক হইলেও আমরা মগধ রাজ-তোরণে পদার্পণ করিতে নিষেধ করি।

অংশু।—মগধের রাজমুকুট কি তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না? যদি নাই পারে আমি অসংখ্য লোক দ্বারা সাক্ষ্য প্রদান করাইতেছি—এই সম্মুখস্থ ত্রিংশৎ সহস্র সেনা সাক্ষ্য দিবে, যাহারা মগধের মুখোজ্জ্বল

করিতেছে, যাহাদের বলে মগধ সুরবৃন্দকেও সমরে আহ্বান করিতে ভীত নয়।

প্রতাপ। প্রমথনাথ একবার এই দিকে এস, হে মগধ-দেশবাসী মহোদয়গণ! তোমরা উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ অংশুমান ও প্রমথনাথ উভয়ের মধ্যে কে মগধের প্রকৃত অধীশ্বর।

প্র-না। (প্রতাপদিত্যের প্রতি) মহারাজ আপনিই যথার্থ বিচার করিয়া বলুন না কেন, কাহার স্বত্ব বলবান? আমরা এই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছি।

অংশু।—পরমেশ্বর মার্জ্জনা করিবেন, আমি অকারণ এই নরশোণিতপ্রবাহী ভীষণ ভয়রসাত্মক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি না (প্রতাপাদিত্যের প্রতি) অদ্যই বৈকালে মগধের সৈন্য কান্যকুব্জের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করিবে।

প্রতাপ।—বেস আর অধিক শুনিবার আবশ্যক নাই, সেনাপতি! আর কাল বিলম্ব করনা সংগ্রামে তৎপর হও।

[পতিতপাবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

পতিত। একটা ঘোড়া ভূত পাই তা হলে একবার দেখাই কেমন করে ঘোড় সোয়ার হতে হয়, দেশী ঘোড়ায় চড়া আমার শয় না। চড়বার সময় হাসিতে২ উঠি আর নাবিবার সময় মরা নাবি। সিংহগর্জ্জন আমি কেবল ঘোড়ার ডাকে অনুমান করিতে পারি। সে দিন লাজ লজ্জায় পড়ে ঘোড়ায় চড়েছিলাম আজও বুকের গুরগুরুনী

যায়নি। যুদ্ধত এক কথায় জিত্‌ব; না পারি জুত খুলে এমন দৌড় দেব যে একেবারে• অগস্ত্য যাত্রা। একদিন পাঁচি গয়লানীর সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া হয়েছিল প্রথমে আমার রোক দেখে কে, হাতেই তার মাথা কাট্‌তে উদ্যত, পরে সে যখন হুঙ্কার করে খ্যাংরা নিয়ে রণ-বেশে বেরুল, আমি অমনি তারপর তাই তাই একেবারে বিচানায় গিয়ে হাজির, তা এ যুদ্ধে আমি ভয় করিনি। সকলের পেচনে থেকে চেঁচাব তারপর বেগতিক দেখি একবারে চম্পট—আচ্ছা আগের ভাগে যদি কেঁদে ফেলি? তা হলেইত সকলে ভীরু মনে করবে, তা আমি বলিব যে আমার চকের ব্যারাম আছে। বিশ্বাস না করে নাচার——

(রাজার প্রবেশ।)

(রাজাকে দেখিয়া মস্তক কুণ্ডন করিতে২) মহারাজ মন্ত্রী মহাশয় সেখানে একলা আছেন আমি কেন যাই না, তিনি বৃদ্ধ মানুষ একলা কি সকল বিষয় পারবেন?

অংশু। কি হে পতিতপাবন এই তুমি এত আস্ফালন করিতেছিলে এখন যুদ্ধের নামে এত ভয়?

পতিত। হা! হা! হা! হা! আমার আবার যুদ্ধে ভয়? কেবল গোঁসাই মত বলে বইত নয় কাটাকাটি দেখা ছেড়ে মুখেও আন্‌তে নাই (রাজার মুখের কাছে হস্ত নাড়িয়া) যুদ্ধত এক টুসকি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারি, তবে কি জানেন কাটাকাটি মারামারি রক্তারক্তিকে বড় ভয়

করি। পূজার সময় পাঁঠা বলিদান হয়, আমি থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। একটু আঙ্গুল কাটা রক্ত দেখলে ভীমি যাই। তা মহারাজ এই সকল বাদ দিয়া কি যুদ্ধের কোন সুবিধা হয় না?

অশু। পতিতপাবন, আমি তোমার সম্পূর্ণ ভরসা করি তুমি এরূপ ভীরু হইলে কি প্রকারে সংগ্রামে বিজয়ী হব? আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি, তোমায় সহকারী সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিব, তা তুমি কি বল?

পতিত। সহকারী কেন? পূর সেনাপতি হতে পারি, যদি ঐ গুলিন বাদ থাকে।

অংশু। না হে, তা হবে না। তোমাকে সৈন্যগণের সম্মুখে থাকিতে হইবে, আর তোমার উপর ব্যূহ রচনার ভার।

পতিত। তা আর ভাবনা কি, আমি সব সাজিয়ে গুজিয়ে দিয়ে চলে যাব।

অংশু। তা কি হয় হে, তোমায় সেখানে থাকিতে হইবে, কোথায় কি রূপ হয় তোমায় সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে।

পতিত। মহারাজ এমন জানিলে কি আর আমি এখানে আসি, কৈ বরাবর ত থাকিবার কথা হয় নি। দেখুন আর যুদ্ধে কাজ নাই সন্ধি করে ফেলুন— আপনি কিছু ছাড়ুন আর ওরাও কিছু ছেড়ে দিক। মহারাজ আর আমি রং রাখিতে পারিনা জঠরানল

বড় জ্বলেছে আমি এখন চলিলাম, দোহাই মহারাজের আমাকে যদি মারাই মনস্থ হয় তবে যাহা হয় করিবেন, সেখানে আমি আর একদণ্ডও বাঁচিব না। (সরোদনে) হে ভগবান মহারাজকে সুমতি দাও যাতে সন্ধি হয় নইলে আমার গয়া গঙ্গা গদাধর।

[পতিত প্রস্থান।

অংশু। (স্বগত) আমি যে কি প্রকারে এই দুস্তর সমর-সাগরে কুলপ্রাপ্ত হব তার কিছুই অনুধাবন করিতে পারিতেছি না।—আমি বোধকরি একজন সামন্য কৃষক ও একজন ভূপতি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সুখী, কারণ তাহার অন্তঃকরণ কখন চিন্তাঅগ্নিতে স্পর্শকরিতে পায় নাই—চিন্তা যে মনুষ্যের সুখের কি প্রবল শত্রু তা যাহারা একবার সহ্য করেছে তারাই স্পষ্ট পরিজ্ঞাত আছে—আমি কেন রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া এই লোক-বিগর্হিত ধর্ম্মবর্জ্জিত অপরিণামদর্শী মূর্খেরন্যায় ভ্রাতু-ষ্পুত্রের রাজ্য হরণ করিলাম? বিধাতা কেন আমার মনে এমন প্রায়শ্চিত্তহীন পাপে প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন? আমার সুখের পরিসীমা থকিত না, আজ যদি প্রমথনাথকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার সমুদায় রাজকার্য্যের তত্তাবধান করিতাম—নয়ন মন প্রাণ সকলেরই সার্থকতা সম্পাদন হত। পুত্রহতে ভ্রাতুষ্পুত্র স্নেহের কোন অংশে ন্যূন নহে, আত্মগ্লানি গতানুশোচনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ—আমার অন্তর এখন পাপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে

—অসহ্য—আর সয়না আমি বনে গমন করি তথায় তুষানলে এপাপ জীবন বিসর্জ্জন করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব, আমার যুদ্ধে প্রয়োজন নাই (পরিক্রমণ) কিন্তু আবার এদিকে ক্ষত্রিয়ের ভীরু অপবাদ অপেক্ষা মৃত্যুও শ্লাঘ্য, আমি যদি এই মুহূর্ত্তে বনে যাই জগৎ আমায় কি বলিবে?—কান্যকুব্জ যাহার সহিত আজীবন স্পর্দ্ধা করিয়া আসিতেছি তাহারা আজ কি বলিবে? না না না আমি জীবন সত্ত্বে কান্যকুব্জের নিকট হীন হইতে পারিব না, যুদ্ধ করিব বিজয়ী হই স্বয়ং প্রমথনাথের হস্ত ধারণ করিয়া প্রজা ও জনপদবর্গকে রাজভবনে আহ্বান করিয়া সকলের সমক্ষে পরম আহ্লাদে সিংহাসনে বসাইব। যদি পরাজিত হই রণে শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া সুখে স্বর্গধামে গমন করিব। জননী আমায় নিরবধি আজ্ঞা করিয়া আসিতেছেন যে সন্ধি কর, মাতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অপেক্ষা অবনীতে আর কি গুরুতর পাপ আছে-—কিন্তু কি করি কাহার সহিত সন্ধি করিব? দুরাত্মা প্রতাপাদিত্যের সহিত? পামরের এতদূর স্পর্দ্ধা যে সে আমার বিপক্ষে সৈন্য লইয়া আমার নগরে আগমন করে, শৃগাল হইয়া সিংহ বধেচ্ছা দুষ্টের সমুচিত দণ্ড বিধান করিব, আজ আমার বিপক্ষে পৃথিবীর যাবতীয় লোক একত্র হউক, স্বয়ং শচীনাথ সমরে সুরসেনা লইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হন তত্রাচ আমি ভয় করিব না। আর—মার্জ্জনা!

অংশুমান মার্জ্জনা করিতে অভ্যাস করে নাই, বিপক্ষের সহিত বিপক্ষতাচরণ করিব তাহার অন্যথা হইবে না, (যাইতে যাইতে) দেখিব দুরাত্মা কি উপায়ে আমায় রাজ্যভ্রষ্ট করে, আজ প্রতাপাদিত্যের সমর-সাধ মিটাইব। সমরাঙ্গণে দুরাত্মার মস্তক ছেদন করিতে পারি তবে এই অসি পুনর্ব্বার ধারণ করিব।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(মগধ-রাজতোরণের সম্মুখ।)

সসৈন্য অংশুমান, রোহিণী, বিশ্ববিমোহিনী ও পতিতপাবনের একদিক দিয়া প্রবেশ। এবং সসৈন্য প্রতাপাদিত্য শশিশেখর ও শূরেন্দ্র সিংহের অন্য দিক দিয়া প্রবেশ।

অংশু। কেমন কান্যকুব্জপতি আপনার পক্ষে আর কেহ মরিতে প্রস্তুত আছে? বলুন, এখনও আমরা অস্ত্র ত্যাগ

করি নাই, কান্যকুব্জের রক্তস্রোতে নদী প্রবাহিত করিয়াছি—

প্রতাপ। (সহাস্যে) মগধেশ্বর কি মনে মনে নিশ্চিন্ত আছেন যে আপনার পক্ষে কেহ হত বা আহত হয় নাই? আপনি জানিবেন কান্যকুব্জ অপেক্ষা মগধের অধিক ক্ষতি হইয়াছে, এবং আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি মগধেশ্বরের পতনের পূর্ব্বে এই হস্তস্থিত অসি ত্যাগ করিব না। যমরাজের রাজধানি আজ মগধের কিম্বা কান্যকুব্জের রাজশোণিতে পবিত্র হইবে।

পতিত। (স্বগত) হে সূর্য্যতনয় তোমার কি প্রবল প্রতাপ রাজা প্রজা ধনী নির্দ্ধন তোমার নিকট সকলেই সমান। তোমার নাম কাল, তোমার গ্রাসও কর'ল, সৈন্যদিগের শাণিত অস্ত্র তোমার লৌহময় দন্তের কার্য্য করিতেছে। (প্রকাশ্যে) হে রাজেন্দ্র যুগল! আপনারা এমন স্তম্ভিতপ্রায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন কেন? যুদ্ধ ঘোষণা করুন, পুনর্ব্বার যুদ্ধক্ষেত্রে চলুন, ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে থাকুন পরে কে বিজয়ী তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইবে।

অংশু। আচ্ছা একবার দেখা যাক্ না, নাগরিকেরা কাহাকে রাজশব্দে সম্বোধন করে।

প্রতাপ। হে নাগরিকগণ তোমরা এখন মগধ নামে শপথ করিয়া বল কে মগধের প্রকৃত অধীশ্বর?

প্র-না। আমাদের অন্তঃকরণে ভীষণ বিভীষিকা আসিয়া

রাজত্ব করিতেছে, তাহার চ্যুতির পূর্ব্বে কে যে আমাদের প্রকৃত অধীশ্বর তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে অক্ষম। অথবা যুদ্ধই ইহার মীমাংসা করিবেক।

পতিত।—আমি আমার পায় হাত দিয়া দিব্বি করিতে পারি এ ভ্রষ্ট নাগরিকগণ আপনাদের সহিত কৌতুক করিতে আসিয়াছে। নাটক অভিনয়কালে রঙ্গ ভূমির সম্মুখে দর্শকগণ যেমন অভিনেতৃদিগের মুখভঙ্গি হস্তপদাদির সঞ্চালন অথবা তাহাদিগের প্রকৃত পাগলামী দেখিয়া হাস্য করে, করতালি দেয়, আজ নাগরিকগণও সেইরূপ আপনাদিগকে রণরঙ্গভূমে অবতরণ করাইয়া কৌতুক দেখিতেছে। আপনারা এক কাজ করিতে পারেন? ক্ষণকালের জন্য শত্রুতা ভুলিয়া যান, উভয় সৈন্য একত্র হইয়া বেটাদের কৌতুক দেখান, বিচার নেই দোহাতি এলপাতাড়ি যাকে সামনে পাবেন তারেই কাট্‌ন। আরে মর বেটারা হচ্চে রাজায় রাজায় যুদ্ধ পাঁচীর বেটারা এলেন কি না মধ্যস্থ হতে। (নাগরিকদিগের প্রতি) দাঁড়াও বেটারা তোমাদের ঐ পাঁচিলের উপরে থেকে ভেংচন বার কচ্ছি—আমার প্রতাপ কি জাননা ছেলে বেলা একশ কচুগাচ এক কোপে কেটেচি, এইখান থেকে মন্ত্র পড়ে একটি বাণ ছেড়ে দেব তোমাদের যে কি হবে বলতে পারিনি, মহারাজ! আমায় অনুমতি করুন আমি গয়ায় গিয়ে বেটাদের পিণ্ডি দে আসিগে।

দ্বি-মা ;—এ পাগলাটাকে পেলে কোথা ? তুই কেরে ধর্‌ত বেটাকে !

পণ্ডিত।—দোহাই মহারাজের আমি কিছুই জানিনা আমি আপনার জোরে কথা কচ্ছিলেম, আমায় একলা পেয়ে বেটারা মার্‌তে এসেছে,কৈ এসনা বাবা ! মহারাজ, এক কাজ করুন ওদের সঙ্গে আপস করে ফেলুন, দেখ্‌চেন ত বেটাদের হাতে অস্ত্র নেই তবু এত জোর। অস্ত্রশস্ত্র আন্‌লে একবারে কুপকাত।

অংশু। যুদ্ধই করিব, দুরাত্মাদিগের শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কান্যকুব্জপতি তবে আমরা সৈন্যযোজনা করি ? অদ্য মগধ সমভুম করিব। আচ্ছা, যুদ্ধের পর কে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবে ?

পণ্ডিত। কি, আপনারা রাজা আপনাদের কি রাজকীয় প্রতাপ নাই ? আমরা সামান্য লোক নাগরিকদিগের ব্যবহারে আমাদের যেরূপ অপমান বোধ হচ্ছে আপনাদের বোধ হয় ততদুর হয় নাই। নচেৎ এখন পর্য্যন্ত আপনারা কি জন্য নাগরিকদিগের বিপক্ষে সিংহবৎ গমন করিতেছেন না (পরিক্রমণ করিয়া) আপাতত আপনারা উভয় পক্ষ একত্রিত হইয়া দুষ্টদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করুন। কেন, তারপর নয় পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবেন তাতে যিনি জয়ী হইবেন তিনিই মগধসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।

প্রতাপ। আচ্ছা তাহাই হউক বলুন আপনারা কোনদিক আক্রমণ করিবেন?

অংশু। আমরা পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ করিয়া ধ্বংশ করিতে আরম্ভ করিব।

শূরেন্দ্র। আমরা উত্তর দিকে।

প্রতাপ। আমরা দক্ষিণ দিক হইতে বজ্রক্ষেপণ করিব।

পতিত। (স্বগত) আহা কান্যকুব্জপতির কি বুদ্ধি ওঁরি সেনাপতি উত্তর দিকে যাবে আর উনি দক্ষিণ দিকে যাবেন, শেষকালে যুদ্ধটা বুঝি আপনা আপনি। কান্যকুব্জের শিক্ষা উত্তম, এই বুদ্ধিতে উনি রাজ্যশাসন করেন, বিশেষ আমরাত এই চাই যা বেটারা আপনা আপনি যুদ্ধ করে মরগে আমরা তফাত থেকে মজা দেখি।

প্র-না। হে প্রতাপান্বিত রাজেন্দ্রগণ! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করে আমাদিগের পরামর্শ শ্রবণ করুন! আমি আপনাদের সন্ধির পথ দেখাইয়া দি, যাহাতে উভয় পক্ষের কোন ক্ষতি হইবে না, অথচ অসংখ্য লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে।

অংশু। আচ্ছা বল। আমরা শ্রবণ করিতেছি।

প্র-না। বিদর্ভনগরের রাজপুত্রী বিশ্ববিমোহিনী মগধের পরম আত্মীয়া আপনারা একবার বিশ্ববিমোহিনীর ও শ্রীমান কুমার শশিশেখরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যদি সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করেন তাহলে বিশ্ববিমোহিনী

অপেক্ষা সুন্দরী আর কোথায় পাইবেন? যদি বিশুদ্ধা কামিনী অন্বেষণ করেন বিশ্ববিমোহিনী অপেক্ষা পৃথিবী তলে আর বিশুদ্ধা কোথায় পাইবেন? বংশমর্য্যাদায়ও হীনা নহেন, কান্যকুব্জের রাজপুত্র শশিশেখর রাজকন্যার বিবাহের যথার্থ উপযুক্ত পাত্র, এ বিবাহ হইলে আমি বোধ করি প্রণয়ী-যুগল পরম সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক। আর পরস্পর যদি দুই সুবর্ণস্রোত-প্রবাহিণী মিলিত হইয়া একত্রে সাগর উদ্দেশে গমন করে তাহা হইলে সেই প্রবাহিণীর উভয় কূলও পবিত্র হয়। এস্থলে কান্যকুব্জ ও মগধ এই দুই রাজ্য শশি-শেখর ও বিশ্ববিমোহিনীরূপ শ্রোতস্বতীর তীর ভূমি তা আমার অনুধাবন যদি আপনাদের যুক্তি সঙ্গত হয় করুন, নচেৎ আমরা ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি, যে মগধের এক প্রাণীও জীবিত থাকিতে কার সাধ্য মগধে প্রবেশ করে। জানিবেন যদি পৃথিবী সলিলমগ্না হন, ভীষণশেখর পর্ব্বতগণ ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়, যদি কেশরী মৃগ শিকারে ভয় পায়, যদি ভগবান মরীচি-মালী পশ্চিমে উদয় হন, যদি বিকট-দশন কাল প্রাণিসংহারে নিরস্ত হন তথাপি আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবার নহে।

পণ্ডিত। এ কে! এ যে দেখতে পাই পৃথিবী পাহাড়, পর্ব্বত সাগর প্রভৃতিকে নিষ্ঠিবনের ন্যায় মুখ হতে বাহির করি-তেছে—সিংহগর্জ্জনে ঘেউঘেউ! যাহা অযুত সুশিক্ষিত

যোদ্ধায় সমাধা কত্তে পারেনা এ যে মুখেই তাই করে। আমি জন্মাবধি ত এমন লম্বা২ কথা কখন শুনি নাই দোহাই বাবা তোমার, তুমি একবার হাঁ- কর তোমার কটি দাঁত একবার আমি দেখ্‌ব—আমার জ্ঞান ছিল আমারি মুখ সর্ব্বস্ব, তা নয় বাবার বাবা আছে। তুমি একবার এদিকে এস তোমার শ্রীমুখের ছাঁচ তুলে নি।

রোহিণী। (জনান্তিকে) পতিতপাবন এখন আমোদের সময় নয়। তুমি শান্ত হও (অংশুমানের প্রতি) অংশু-মান বৎস আমার কথা রাখ, প্রজাবর্গ যেরূপ পরামর্শ দিচ্ছে আমি বোধ করি এ অপেক্ষা উভয়পক্ষের মঙ্গল দায়ক পরামর্শ আর কিছুই নাই। ভবিষ্যতের অন্ধকার-ময় গর্ভে কি আছে তাহা কেহই বলিতে পারেনা, যুদ্ধ হইলে যে কে বিজয়ী হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু এ বিবাহ সম্পন্ন হইলে তোমায় রাজ্য একেবারে নিষ্কণ্টক হইল, তুমি ইহাতে অমত করিওনা, কান্যকুব্জ-পতির মুখ দেখে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে উঁহার মত আছে। কার্য্যোদ্ধারের এই প্রকৃত সময় কারণ দুষ্টা বিদ্যাবতী এ সংবাদ শুনিলে কেঁদে জগতের মায়া বৃদ্ধি করিবে, তবে আর বিলম্ব করনা। এ কর্ম্ম যাহাতে সত্বর সমাধা হয় তার চেষ্টা কর।

প্র-না। কৈ নরেন্দ্রযুগলত বাক্যের কিছুই উত্তর প্রদান করিলেন না।

প্রতাপ। মগধেশ্বর অগ্রে উপস্থিত হয়েছেন, ওঁরি অগ্রে বাক নিষ্পত্তি করা উচিত—কি বলেন ?

অংশু। যদ্যপি কান্যকুব্জের রাজপুত্র আমার ভগ্নিতনয়া বিশ্বমোহিনীর সৌন্দর্য্য রাশির গৌরব বৃদ্ধি করেন এবং স্নেহ মমতা করেন—তাহা হইলে আমি বিশ্বমোহিণীর বিবাহে এমন যৌতুক প্রদান করিব যাহা কোন অংশে এক রাজ বৈভবের ন্যূন হইবে না। কেতকীপুর জম্বু-দ্বীপ, সারণ, রংপুর ও বীরভূম এইপঞ্চ প্রদেশ প্রদান করিব আর এক কোটী সুবর্ণ মুদ্রা দিব। আর এমন অমূল্য মণি মুক্তা খচিত পরিচ্ছদ প্রদান করিব যে এই বিপুল ধরণীমণ্ডলে কোন রাজপুত্রীর সেরূপ নাই। রূপে গুণে বিদ্যায় বিশ্বমোহিণী অনুপমা।

প্রতাপ। নাগরীকদিগের এ পরামর্শ মন্দ নয় কিন্তু আপাতত হইতে পারেনা কারণ সংগ্রামে সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়াছে।

প্র-না। আচ্ছা এক্ষণে সকলে বিশ্রাম লাভ করুন পরে এবিষয়ের স্থির সিদ্ধান্ত করিবেন।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতাপাদিত্যের শিবির।

বিদ্যাবতী, প্রমথনাথ ও কেয়ুরবাণের প্রবেশ।

বিদ্যা। পরিণয়! যুদ্ধের বিনিময়ে পরিণয়! শত্রুভাবে আগমন করে মিত্রতা স্থাপন, এই কঠিন সময়ে সন্ধি, এ কখনই হইতে পারেনা, আপনি আমায় বল্‌ছেন, কিন্তু আমার কোন মতেই বিশ্বাষ হচ্চেনা, আমি অনুমান করি আপনার শুনিবার ভুল হইয়াছে।

কেয়ুর। এই কথা আপনি যে পরিমাণে অবিশ্বাস করিতেছেন ইহা সেই পরিমাণে সত্য।

বিদ্যা। আপনি যদ্যপি এই অপ্রিয় সংবাদ আমায় বিশ্বাস করাইবেন, আমার এই মিনতি যে আপনি আমায় মৃত্যুর কোন সহজ উপায় নির্দ্ধারণ করে দিন, শশিশেখরের সহিত বিশ্বমোহিণীর পরিণয় হবে? বৎস শশিশেখর তুমি কোথায়? মগধের সহিত কান্যকুব্জের সখ্য নিবন্ধন! তবে আমার কি হল, কেয়ূরবান তুমি আমার সন্মুখ হইতে যাও, আমি তোমার দর্শন সহ্য করিতে পারিতেছিনা।

কেয়ূর। আমি আপনার কি অপকার করিয়াছি, আমার দ্বারায় কিছুই হয় নাই, অন্য দ্বারায় হইয়াছে আমার উপর রাগ করেন কেন।

বিদ্যা। যে সংবাদ অপ্রিয় তাহার দূতও অপ্রিয় সে কখন প্রিয় হতে পারেনা।

প্রমথ। জননী ক্রোধ সম্বরণ করুন প্রাক্তনের দুর্দ্দমনীয় বেগ কে রোধ করিতে পারে, যাহা আমাদিগের অদৃষ্ট লিপি বদ্ধ তাহা অদ্য ঘটিলে ঘটিবে শত বৎসর পরে ঘটিলেও ঘটিবে তবে বৃথা কেন দুঃখিতা হন। প্রসন্না হউন।

বিদ্যা। বাবা প্রমথ নাথ! বিধাতা যদি তোমায় আমার গর্ভে অন্ধ খঞ্জ কি কুব্জ করিতেন কিম্বা মূর্খ অজ্ঞানী অবথা অসচ্চরিত্র করিতেন তাহা হইলে আজ আমি এত বিষাদিত হইতাম না, আর আমিও বোধকরি তোমায় এত অধিক স্নেহ করিতাম্ না। বৎস তুমি রাজ রাজেন্দ্র বীরেন্দ্র সিংহের ঔরসজাত পুত্র, বিদ্যা বদান্যতা রাজ-ধর্ম্মানুশাসন, প্রজা পালন প্রভৃতি রাজগুণে গুণান্বিত, মগধ সিংহাসনের তুমি প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তোমার খুল্লতাত রাজ্যলোভান্ধ দুরাত্মা অংশুমান প্রবঞ্চনা করিয়া তোমার যাবদীয় রাজ্য বৈভবাদি অপহরণ করিল, তুমি রাজপুত্র হইয়া আজ পথের ভিখারী, মার প্রাণে কি এত সহ্য হয়? আমি কি প্রকারে জীবিত থাকিয়া তোমার এ অবস্থা দর্শন করিব, কেয়ূরবান তোমার বার্ত্তা যে আমার স্বপ্ন সমান বোধ হচ্ছে, তুমি কি যথার্থ বলিতেছ, আমার আর জীবন ধারণে কোন প্রয়োজন নাই, তুমি এক্ষণে বিদায় হও, আমি সিংহ ব্যাঘ্র শ্বাপদ

সমাকুল অরণ্যে জীবনের শেষভাগ যাপন করিব তথাপি আর মগধে প্রবেশ করিব না।

কেয়ূর। আপনি আমায় মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনাকে না লইয়া নরেন্দ্রগণের নিকট যাইতে পারিব না।

বিদ্যা। কেয়ূরবান তুমি অনায়াসে যেতে পার, আর তোমায় যেতেও হবে কারণ তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি আমি যাইব না, আমার আন্তরিক বিষাদকে আমি গর্ব্বিত হইতে শিক্ষা প্রদান করিব। আমার বিষাদরাশি এত অধিক যে স্বয়ং প্রকৃতি দেবীও বহনে অক্ষম, এই আমি এখানে আমার বিষাদের সহিত বসিলাম এই আমার সিংহাসন, ভূপতি বর্গকে আহ্বান কর নত মস্তকে বিষাদের বাক্য রক্ষা করুন (ভূমিতে শয়ন)

(অংশুমান, প্রতাপাদিত্য, শশিশেখর, বিশ্বমোহিনী,
রোহিণীদেবী, পতিত পাবন ও শূরেন্দ্র
সিংহের প্রবেশ।)

প্রতাপ। (বিদ্যাবতীর প্রতি) আজ আমাদের শুভদিন, আজ অংশুমালী আমাদিগের শুভদিনের অনুরোধে শীতল কিরণমালা প্রদান করিতেছেন, গগণ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন। বসুন্ধরা, অংশুমালির সুবর্ণ কিরণজালে সুবর্ণ বিভা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবাল বৃদ্ধ বণিতা মগধে সকলেই আনন্দিত, আজ অবনী আনন্দময়ী কেন আপনার নয়নে আনন্দাশ্রু দেখিতেছি না ?

বিদ্যা। অশুভদিন, পাপপূর্ণ সময় (ভূতল হইতে উঠিয়া) আজকের দিবস কি করিল যে অবনী সুবর্ণময়ী বরং লজ্জা পীড়ন কম্পিত অথবা মিথ্যা কথায় পৃথিবী প্রপীড়িতা হইয়াছেন।

প্রতাপ। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি অদ্যকার দিনকে তুমি কোন মতেই গ্লানি করিতে পার না।

বিদ্যা। তুমি আমায় প্রতারণা করিয়া তোমার নরেন্দ্রনাম কলুষিত করিয়াছ তুমি আমার শত্রু-শোণিতে তোমার অস্ত্রের তৃপ্তি সাধন করিবে বলিয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জ হইতে মগধে আগমন করিয়াছ, এখন সন্ধি?

শূরেন্দ্র। ক্ষান্ত হউন ক্ষান্ত হউন, সন্ধি সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়।

বিদ্যা। যুদ্ধ—যুদ্ধ, যুদ্ধই ধ্যান যুদ্ধই জ্ঞান যুদ্ধই শয়ন যুদ্ধই স্বপন, কল্পনায় সন্ধি স্থান পায় না। হে রাজ-রাজেন্দ্র প্রতাপাদিত্য! হে বীরকুলভুষণ শূরেন্দ্র সিংহ! তোমরা অদ্য কান্যকুব্জের মুখোজ্জ্বল না করিয়া তাহার মস্তক নতঃ করিলে? কৃতদাস—ধর্ম্মপরিপন্থী ভীরু তোমাদিগের সাহস অতিশয় অল্প কিন্তু প্রতারণায় তোমরা পরম পণ্ডিত, তোমরা বলবানের সহায়তা কর। তোমাদের কি মনে নাই তোমরা একদিন আমার প্রতি পিতা অপেক্ষাও অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজ সে সকল কোথায়? সিংহ শরীর শৃগাল চর্ম্মে আজ আবর্ত্তন করিয়াছ।

শশি। পিতঃ! অজ্ঞতম পুত্রের কথায় কর্ণপাত করুন, সন্ধিতে প্রয়োজন কি, যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন যুদ্ধ করাই সর্ব্বথা বিধেয়।

বিদ্যা। বৎস! বিধাতা তোমায় দীর্ঘায়ু করুন, পৃথিবী তোমার পবিত্র স্বভাবে পবিত্রা হউন!

প্রতাপ। শশিশেখর! তুমি আজ কেন এমন যুদ্ধ অনভিজ্ঞ জনোচিত কথা বলিতেছ। কাহার সহিত যুদ্ধ করিব, প্রমথনাথের অনুকূলে মগধেশ্বরের সহিত সংগ্রাম— সংগ্রাম না করিয়া যদি ইষ্টসিদ্ধি হয় তবে সংগ্রামে প্রয়োজন? মগধেশ্বর প্রমথনাথের পিতৃব্য পিতার স্থানে গণ্য, তিনি যখন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন তখন আমাদিগের উচিত যাহাতে প্রমথ নাথ ও অংশুমানের পরস্পর সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হয়, সেই বিষয়ে যত্নবান হওয়া, মগধে প্রমথ নাথ রাজ-পুত্র এবং রাজপুত্রের ন্যায় থাকিবেন তাহাতে ক্ষতি কি। অংশুমানের সন্তানাদি কিছুই নাই তাঁহার মৃত্যুর পর মগধরাজ্য প্রমথনাথেরি হইবে, তবে তাহার পিতৃ-ব্যের জীবন কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে— পিতা ও পিতৃব্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সেই জন্য বলিতেছি প্রমথনাথ স্বীয় পিতৃরাজ্যে গমন করুন, অকারণ সংগ্রাম সাগরে অবগাহণ করিবার আবশ্যক কি।

শশি। মহারাজ! এদাস অজ্ঞতম, আপনার বুদ্ধিতে যাহা

উপলব্ধি হইবে তাহা সর্ব্বাংশে মাননীয়, কিন্তু আমি বোধ করি মগধেশ্বর প্রমথনাথকে হস্তগত করিয়া স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন, কাহার মনে কি আছে কে তাহা বলিতে পারে।

বিদ্যা। হে ধার্ম্মিক প্রবর শশিশেখর! আমি তোমায় কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি অনাথিনীর বাক্য রক্ষা কর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিওনা।

অংশু। কান্যকুব্জপতি আর না—আমার মন ক্রোধরূপ অগ্নি শিখায় জ্বলিতেছে, শোণিত ভিন্ন সে অগ্নি আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবে না।

প্রতাপ। তোমার ক্রোধাগ্নি তোমাকেই দগ্ধ করিবে, কেবল তোমার দেহের পাংশুমাত্র অবশিষ্ট থাকিবেক; বিপদকে আহ্বান করিতে হয় না আপনিই আইসে, আজ রণরঙ্গভূমে তোমার সমরসাধ মিটাইব।

অংশু। আর বৃথা বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই, যাহা করিতে আসিয়াছিলাম তাহাই করিব।

সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কান্যকুব্জপতির শিবির।

(প্রতাপাদিত্য শশিশেখর ও জ্যোতির্ব্বিদ আসীন।)

প্রতাপ। পরমেশ্বর প্রতিকূল হইলে কে রক্ষা করিতে পারে। পরস্বাপহারী পামর অংশুমান সংগ্রামে কি পরাক্রম প্রকাশ করেছিল! অধর্ম্মের জয়! ধর্ম্ম কি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন?

জ্যোতি। রাজন! যদিও কলি পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে তথাপি ধর্ম্ম অদ্যাবধি বিলুপ্ত হয় নাই।

প্রতাপ। গুরুদেব শাস্ত্র কি মিথ্যা হইল? অধর্ম্মের জয় হইল আপনি কি দেখিতেছেন, আমাদের কি যুদ্ধে পরাজয় হয় নাই? প্রমথনাথকে কি বন্দী করিয়া লইয়া যায় নাই? ইন্দ্রভূষণ সিংহ কি সমরে হত হন নাই? মগধেশ্বর কি সসৈন্য সমাগত কান্যকুব্জপতির সমক্ষে বিজয়ী হইয়া দেশে প্রত্যাগত হন নাই?

শশি। মগধ কি জয় করিয়াছে? যাহা তাঁহার ছিল তাহাই আছে।

বিদ্যাবতীর প্রবেশ।

প্রতাপ। মগধের এ গৌরব কি সহ্য করিতে পারি সমরাঙ্গণে আমার কেন না নিধন হইল। শশিশেখর আহা ঐ

দেখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বিদ্যাবতী উন্মাদিনীর ন্যায় আগমন করিতেছে, আহা! মহা প্রলয়ের পর বসুন্ধরা যেমন স্তম্ভিত হয়, বিদ্যাবতীর আজ সেই মূর্ত্তি—সেসুন্দর মুখশ্রী একবারে প্রতিভা হীন হয়েছে। বিদ্যাবতি, তুমি আমাদিগের সহিত কান্যকুব্জে চল।

বিদ্যা।—মহারাজ আর কেন আমার আশা ভরষা সকলিত গিয়েছে, বিধবার অমূল্য নিধি একমাত্র পুত্ররত্ন সেও আজ অদৃষ্টক্রমে বন্দী, এ শরীর এই স্থানে পাতিত করিব, পতি রাজ্যেই পতিগত-প্রাণা সতীব অস্থি রাখিব, অন্যত্রে যাইব না।

প্রতাপ।—ধৈর্য্য ধর অত অধীরা হইও না।

বিদ্যা।—না না না, শান্তনায় মন আর প্রবোধিত হয় না, মনে যে দারুণ অগ্নি অবিরাম দহিতেছে মৃত্যু ভিন্ন তাহা নির্ব্বাণের আর উপায় নাই! কাল তুমি বিশ্ববিজয়ী, তোমার অধিকার মধ্যে কেহই অমর নাই, সকলকেই সময়ে তোমার কর কবলিত হইতে হইবে! হে মৃত্যু! তোমার প্রতি আমার অপত্যাধিক স্নেহ, বিরাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর আমি তোমার পুতিগন্ধ বিশিষ্ট কলেবর চুম্বন করিব, তোমার কলেবরে এ কলেবর বিলীন করিব, অবনীতে আমি বিষাদ মৃত্যুর উদাহরণ রাখিয়া যাইব, তুমি এস আর বিলম্ব করিও না।

প্রতাপ।—বিদ্যাবতী শান্ত হও দুঃখ চিরস্থায়ি নহে আর ক্রন্দন করিওনা, অবশ্যই তোমার হৃদয়াকাশে একদিন সুখ সূর্য্য উদয় হইবে।

বিদ্যা।—যতক্ষণ আমার দেহে রক্ত সঞ্চালন হইবে, যতক্ষণ নিশ্বাস বহিবে, ততক্ষণ এ নয়ন হইতে অশ্রুধারা অনর্গল বহিবে কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। রাজন্, যদি আমার জিহ্বা বজ্রদণ্ডে নির্ম্মিত হইত, তাহলে আজ আমি এই রমণীর দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে পৃথিবীকে দীর্ঘ্য নিদ্রা হইতে জাগরিত করিতাম।

ব্রাহ্মণ।—বিদ্যাবতী তোমার বাক্যে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া বরং উন্মত্তের প্রলাপের ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

বিদ্যা।—আপনার একথা ধর্ম্মসঙ্গত নয়, আমি উন্মাদিনী নহি, এই যে চিকুর দাম উৎপাটন করিলাম ইহা আমার (কেশ উৎপাটন) আমার নাম বিদ্যাবতী, আমি রাজ রাজেন্দ্র বীরেন্দ্র সীংহের ধর্ম্ম পত্নী, সহায় হীন বালক প্রমথনাথ আমার প্রিয়পুত্র—এবং তাহাকেই হারাইয়াছি—আমি পাগলিনী নহি। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতাম যদি তিনি আমাকে যথার্থ উন্মাদিনী করিতেন, তা হলে এ অতুল বিষাদ রাশি আমার অন্তরে স্থান পাইত না; আপনি ব্রাহ্মণ পরম পূজ্য, ইহলোকে ব্রাহ্মণাপেক্ষা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ঈশ্বর ক্ষত্রিয়ের সম্মুখে আর কে আছে! অধিনীর নিবেদন এই যদি ভগবান ভুত ভাব-

নের আয়ুর্ব্বেদ আপনার কণ্ঠস্থ থাকে দাসীকে কোন ঔষধগুণে উন্মাদিনী করুন—(পরিক্রমণ) আমি পাগলিনী নহি, আমার অন্তরস্থ বিষাদরাশি আমায় অবিলম্বে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উৎসাহিত করিতেছে। ভগবন্ আমি কি উপায়ে মুক্ত হব। যদি আমি উন্মাদিনী হইতাম তাহা হইলে আমার প্রিয়তম পুত্র কখনই স্মরণে আসিত না—আমি জানি, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি আমি পাগলিনী নহি।

প্রতাপ।—বিদ্যাবতী তোমার ঐ সুচিকণ চিকুর দাম বন্ধন কর।

বিদ্যা।—হাঁ আমি বন্ধন করিব—আর কেনই বা বন্ধন করিব আমি তাহাদের স্বস্থান চ্যুত করিয়াছি আর বন্ধনের প্রয়োজন নাই। যে হস্তে আজ এই কেশ দামের স্বাধীনতা প্রদান করিলাম সেই হস্তে যদি প্রিয়পুত্রের উদ্ধার করিতে পারিতাম্। (চিন্তা) আহা আমার বিধবার ধন কে হরণ করিল, হে ভগবান্ পরলোকে সকলের সহিত সাক্ষাত হয় তবে ত্রিদীব ধামে পুনর্ব্বার পুত্রের মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিব। মৃত্যুকালেত মনুষ্যগণের শ্রী জীবিতাবস্থার ন্যায় থাকে না, তবে আমি কি উপায়ে প্রিয়পুত্রকে চিনিতে পারিব। সেই জন্য——কখনই না, কখনই না, আমি কাহার কথা শুনিব না। আমি অবশ্যই একবার প্রমথনাথের মুখ পুণ্ডরীক সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিব—তবে এ জীবনের শেষ হইবে।

জ্যোতি।—আপনি যে দেখি বিষাদের অত্যন্ত সম্মান করেন।

বিদ্যা।—ব্রহ্মণ্যদেবের বাক্য পুত্রবানের ন্যায় নহে।

প্রতাপ।—বিদ্যাবতী তুমি অন্যায় করিতেছ বিষাদ ও পুত্রকে সমভাবে নিরীক্ষণ ?—

বিদ্যা।—বিষাদ আমার অনাগত পুত্রের শয়নমন্দিরে নিজ দেহ পরিবর্দ্ধিত করিয়া গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, আমি নয়নে প্রতি নিয়তই নিরীক্ষণ করিতেছি। খেদ মূর্ত্তিমান হইয়া আমার পুত্রের শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, আমার সহিত ইতস্তত যাতায়াত করিতেছে, সুমধুর কণ্ঠস্বরে কর্ণযুগল সুশীতল করিতেছে, প্রমথনাথের সকল গুণের কথাই আমায় স্মরণ করিয়া দিতেছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে কতবার নব নব রাজ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে এবং আমাকে জননী বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। অ্যাঁ! তবে কি আমার বিষাদের কারণ নাই? পরমেশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন্, আমি বিদায় হই, আমার যা ক্ষতি হইয়াছে আপনাদিগের সেইরূপ হইলে, এ অবলা বোধ করি অসংখ্য নরকুল পালক অপেক্ষা উত্তমরূপ সান্ত্বনা করিতে পারিত। (পরিক্রমণ করিয়া) মস্তকে রাজ মুকুট ধারণের আর আবশ্যক নাই (মুকুট দূরে নিক্ষেপ) বিষাদ বিকার আমার জীবন কণ্ঠগত করিয়াছে। হে ব্রহ্মাণ্ডনাথ! সকলি তোমার ইচ্ছা অবলা, অনাথিনী বিদ্যাবতী কি পাপে এই সকল দুঃখ ভোগ করিতেছে? হে পরমেশ্বর! পূর্ব্ব জন্মের

পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি পরজন্মে হয়? আপনি অধিনীর অন্তঃকরণে আবির্ভূত হউন, এবং বলিয়া দিন আমি পূর্ব্ব জন্মে কি এমন গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম তাই আমি ইহলোকে পতি পুত্রহীনা হইয়াও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি।—প্রমথনাথ বাবা, আমার হৃদয়ের আনন্দ, নয়নের পুত্তলিকা, অন্ধের যষ্টি, আনন্দবর্দ্ধন, বিধবার একমাত্র অমূল্য নিধি, আমার শোকাগ্নির একমাত্র শান্তি সলীল, তোমার তুলনায় পৃথিবী কি তুচ্ছ পদার্থ যে আমি তৎসদৃশ দুর্ল্লভ কৌস্তুভ রত্ন হারাইয়া পাপময়ী পৃথিবীতে পুনর্ব্বার প্রাণ ধারণ করিব। অহোধিক্ এ পৃথিবীতে আর কাজ্ নাই। (পদাঘাত)

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মগধের দুর্গ। জয়শীল আসীন।

অংশুমানের প্রবেশ।

জয়শীল।—(দণ্ডায়মান হইয়া) মহারাজ অদ্য এমন অসময়ে অকস্মাৎ দুর্গমধ্যে আগমন করিলেন কেন?

অংশু। জয়শীল! তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ কোন বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন আমার হঠাৎ দুর্গমধ্যে আসিবার কোন কারণ নাই। আমার মন কয়েক দিবসাবধি অত্যন্ত ভাবনাযুক্ত হইয়াছে, আমি অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, কি উপায়ে যে উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইব তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না।

জয়।—রাজন এ দাসকে যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বিপদের সবিশেষ জ্ঞাত করেন।

অংশু।—আমি মগধরাজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস করি এবং তুমি যথার্থ বিশ্বাসের পাত্র, কারণ একাল পর্য্যন্ত তুমি রাজসংসারে থাকিয়া কেবল যাহাতে রাজার ও রাজ্যের মঙ্গল সাধন হয় সেই চেষ্টাই সতত করিয়া থাক, আর এ রাজসংসারে তুমি

যতদিন কর্ম্ম করিতেছ ততদিন আর কেহই আমার মনোমত কার্য্য করিতে পারে নাই, আমি তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত বাধ্য আছি।

জয়।—মহারাজ আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই সাধন করিতেছি, ইহাতে কিছুমাত্র প্রশংসা নাই, তবে যে এ দাসকে অনুগ্রহ করিয়া সম্মান প্রদান করেন সে কেবল মহারাজের মহত্বের পরিচয়, নচেৎ কিঙ্করের এমন কোন গুণই নাই যে ভবাদৃশ রাজকুল ভুষণ রাজনকে বাধ্য করিতে পারে।

অংশু। আমি জানি তোমার স্বভাবে বিনয়ের ইয়ত্তা নাই—যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র এবং জ্ঞানী সে নিজের প্রশংসা শুনিলে লজ্জিত হয় তা মহতের রীতিই এই, তুমি লজ্জিত হইবে জানি তথাপি আমার হৃদয় না বলিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

জয়।—মহারাজ এ দাসকে অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত বিপদ জ্ঞাত করুন, আমি শপথ করিতেছি যদি আমার জীবন দিলেও মহারাজ বিপদ হইতে উদ্ধার হয়েন তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।

অংশু।—দেখ জয়শীল এই অবনীমণ্ডলে সকলেই স্বার্থপর কেহই আপন স্বার্থ নষ্ট করিয়া অন্যের উপকার করে না, কিন্তু এজগতে তুমি স্বার্থ শূন্য পরমেশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী করুন—তোমার এই সকল গুণে ও অমায়িকতায় আমি নিতান্তই বশীভূত আছি; আমি কি পাষণ্ড তোমার কিছুই উপকার করিতে পারিলাম না।

জয়।—এ দাসের প্রতি কি অনুমতি—

অংশু।—জয়শীল জগতে সকলি অনিত্য কিছুই চিরস্থায়ি নয়, কেবল বিদ্যা দয়া বদান্যতা প্রভৃতি নৈসর্গিক গুণ সমূহই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ হইয়া মনুষ্যগণের জীবনান্তে ও নাম চির স্মরণীয় করিয়া রাখে। শরদে নীল নভস্থলে পৌর্ণমাসীতে নির্ম্মল চন্দ্রিমা যেমন প্রকৃতির শোভা বৃদ্ধি করে, তেমনি আমার রাজসভায় তুমিই একমাত্র চন্দ্র। জয়শীল আমি অদ্য তোমাকে আমার আন্তরিক বিষাদের ও ভাবনার কথঞ্চিত জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত এবং তৎ-সম্বন্ধে সৎপরামর্শ গ্রহণেচ্ছু হইয়াই আগমন করিয়াছি—আমি বোধ করি তোমার কিছুই অবিদিত নাই—আমার এই রাজ্যভার গ্রহণের পর কতবার মগধে বিদ্রোহ, রাজবিপ্লব, যুদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় রাজকীয় বিপদ একে২ হইয়া গিয়াছে তাহা আমি অকাতরে বসুন্ধরা দেবীর ন্যায় সহ্য করিয়া আসিয়াছি, একদিনের জন্যও অন্তঃকরণে সুখী হইতে পারিলাম না—তাহাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি বরং সে আমার গৌরব, স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মই সাধন করিয়াছি—আমার জ্যৈষ্ঠভ্রাতা পরম পূজ্যপাদ বীরেন্দ্র সিংহ অপত্য নির্ব্বিশেষে এরাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী শাসিতছিল, কেহই উন্নত মস্তক হইতে পারে নাই। আমি কি কাপুরুষ, আমি তাঁহার সোদর কিন্তু তাঁহার সহস্রাংশের একাংশ গুণও আমার নাই, আহা! আজ এরাজ্য কি

সুখের হইত যদি দাদা মহাশয়ের একটিমাত্র উপযুক্ত পুত্র থাকিত ;—

জয়।—কেন মহারাজ ! এমন কথা বলিতেছেন কেন ! শ্রীমান প্রমথনাথত তাঁহার ঔরসজাত পুত্র, তবে আপনার সে বিষয়ে ভাবনা কি, আর মহারাজের ও অদ্যাবধি কোন সন্তানাদি হয় নাই।—

অংশু।—সেনাপতি তোমার মন নিতান্তই ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এতদিন কাহার নিকট ব্যক্ত করি নাই, আজ তোমায় বলি, প্রমথনাথ মৃত মহাত্মা বীরেন্দ্র সিংহের ঔরসজাত পুত্র নহে—দুষ্টা বিদ্যাবতী সেচ্ছাচারিণী ছিল, দাদা মহাশয় মৃত্যুকালে আমায় বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন যেন স্বৈরিণীসন্তান মগধে আধিপত্য না করে।

জয়।—রাজন্ ইহা অতি আশ্চর্য্য কাহিনী! আমি এরূপ কখন শুনি নাই, এবং মহিষী বিদ্যাবতী যে দুশ্চরিত্রা ইহা আমার বিশ্বাসও ছিল না, কিন্তু যখন একথা মহারাজের মুখ হইতে নিসৃত হইতেছে তখন আর সন্দেহ—

অংশু। বলিতে লজ্জায় বাকরুদ্ধ হয় ও ক্রোধে কলেবর কম্পিত হয়, কিন্তু কি করি কুলের কুচ্ছ কথা কাহার নিকট ব্যক্ত করিব, আর তাহাতে ফলইবা কি ! কেবল অপমানে মস্তক অবনত করা আর মগধ-রাজ বংশের যশেঃ পৃথিবী যে আলোকময়ী তাহাতে কলঙ্ক প্রদান ;

এই দুরপনেয় কলঙ্ক হতে যে কি উপায়ে নিস্তার পাইব তার আমি কিছুই অনুধাবন করিতে পারিতেছি না, এক একবার ইচ্ছা হয় জীবন ত্যাগ করি পরক্ষণেই আবার জ্ঞান সঞ্চার হয় যে কে এই মগধেশ্বরের বিপুল কুলমান রক্ষা করিবে। অদৃষ্ট দোষে আমিও অপত্য বিহীন, আমার পরলোকান্তে এ রাজ্যের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে অথবা জগদীশ্বরের মনে কি আছে কে বলিতে পারে।

জয়।—মহারাজ কেন পোষ্যপুত্রগ্রহণ করুন না।

অংশু।—জয়শীল! একপ্রকার নিশ্চিন্ত না হইলে আর সে বিষয়ের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না। শত্রু জীবিত থাকিতে মনে সুখের লেশমাত্র উপলব্ধি হয় না। আমাকে চারিদিকে শত্রুতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে—আমি বা উন্মাদ গ্রস্থ হই, তুমি আমায় সৎপরামর্শ দাও কি উপায়ে মুক্তি লাভ কবি।

জয় —রাজন্, এক্ষণে আপনার আর কোন্ রিপু জীবিত রহিয়াছে? এক কান্যকুব্জপতি! তাঁহার বিষ দন্তত চূর্ণ করা গিয়াছে, কৈ আর কেহ ত শত্রুভাবে মস্তক উত্তোলন করে নাই।

অংশু।—তোমাকে আর আমি কি প্রকারে বুঝাইয়া দিব। কান্যকুব্জপতি আমার কি করিতে পারে। হৃদয়াভ্যন্তরে কীট প্রবেশ করিয়া বেদনা প্রদান করিলে অঙ্গে ঔষধ লেপনে কি ফল? বাস গৃহে কাল সর্প প্রবেশ করিলে গৃহস্বামী কি নিশ্চিন্ত মনে সেই গৃহে

বাস করিতে পারে? নিয়তি পরিহারার্থ কোথায় পলায়ন করিবে, যেখানেই যাক্ কাল প্রচ্ছন্ন বেশে অনুক্ষণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিবে। জয়শীল আমার সুখ কোথায়! আপাতত আমার কেহ শত্রু নাই বটে কিন্তু প্রমথনাথ আমার কাল স্বরূপ, সময় পাইলেই অনিষ্ট সাধন করিবে—আর তাহার সাহায্য করিতে সকলেই প্রস্তুত, তখন আমার কি করা উচিত?

জয়।—প্রমথনাথ এখন ত আপনার অধিকার মধ্যে রহিল, আর তাহার দ্বারা কি অনিষ্ট হইতে পারে, প্রথমত সে বালক যুদ্ধ বিগ্রহাদি কিছুই অবগত নহে, আর যুদ্ধ কিছু একাকী হয় না, সুশিক্ষিত সেনা সমূহের সাহায্য আবশ্যক করে। তার পর দেখুন আপনি নিঃসন্তান।

অংশু।—জয়শীল তুমি রাজানুশাসন অনভিজ্ঞ জনোচিত কথা কহিতেছ কেন? আমি তোমাকে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা ত জ্ঞাপন করিয়াছি, তুমি কি বিদ্যাবতীর জারজপুত্রকে এই মগধের উন্নত সিংহাসনে বসাইতে বল? তাহা হইলে যে আর পাপের পরিসীমা রহিল না। ঈশ্বরের মানস কন্যা ভারত সুন্দরী কি দুরাত্মা দাসীপুত্রের হস্তে ন্যস্ত হইবে? তাহা হইলে কি আর বসুন্ধরা দেবী প্রকৃতিপুঞ্জ প্রতিপালনের আহারোপ-যোগী শস্যাদি প্রদান করিবেন? না স্বর্গ হইতে দেবরাজ বারিবর্ষণ করিবেন, না সূর্য্যদেব নিয়ম মত প্রতিদিন

স্বস্থানে উঠিয়া মানবের চক্ষে কিরণমালা প্রদান করিবেন, না শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি ষড়ঋতু যথাক্রমে ধরা শাসন করিবে, না গগনাঙ্গনে প্রকৃতির চারু শোভাকর শশধর শীতল কিরণমালা প্রদান করিয়া মানব মণ্ডলের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন?—প্রলয় উপস্থিত হইবে! বসুন্ধরা দেবী সলিল মগ্না হইবেন।

জয়।—তবে আপনার অভিরুচি কি?

অংশু।—মৃগেন্দ্র গহ্বরে শৃগালের বাস স্থান নির্ণয় কি বিধির ইপ্সিত? ময়ূর সিংহাসনে বানরের উপবেশন? শারদ কৌমুদীতে খদ্যোতিকা প্রভা? জয়শীল অধিক আর তোমায় কি বলিব আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না, ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইতেছে। মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু ভিন্ন আর উপায় নাই।

জয়।—মহারাজ, মৃত্যু কেন, আপনি কি দোষে জীবন ত্যাগ করিতে উদ্‌যুক্ত হইতেছেন, অনুমতি করুন এদাস এই দণ্ডেই আপনার আজ্ঞাপালন করিবে।

অংশু।—আমি তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি, তোমার ন্যায় মগধরাজ্যের প্রিয় চিকীর্ষু আর কেহই নাই, তোমার দ্বারা আমার সকল কর্ম্মই সাধিত হইতে পারে। তোমার বাহুবলেই অদ্যাপি আমি এই রাজদণ্ড ও রাজমুকুট ধারণ করিয়া আছি। তোমা ভিন্ন মগধের এবিপুল কুলমান কে আর রক্ষা করিবে, প্রমথনাথ বালক বটে কিন্তু আমার পক্ষে বিষধর ফণি-—সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত

নহি, সততই সশঙ্কিত—(চিন্তা) মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু ভিন্ন আর উপায় নাই।

জয়।—মহারাজ, আপনি এক্ষণে অত্যন্ত বিমনায়মান হইয়াছেন, কিয়ৎক্ষণ উপবন প্রাসাদের স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করুন্—এদাস নিতান্তই আজ্ঞাবহ, নিশ্চিন্ত থাকুন, অনুমতি অবাধে সাধিত হইবে।

অংশু।—জয়শীল তুমিই এ জগতে আমার যথার্থ বন্ধু, জগদীশ্বর করুন তুমি দীর্ঘজীবি হও, সাবধান অন্যথা না হয়। রাজার প্রস্থান।

জয়।—মানব হৃদয়ে দয়া পরোপকার প্রভৃতি প্রকৃতি প্রদত্ত গুণসমূহ অঙ্কিত আছে বলিয়াই মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে ইতরেতর প্রাণিগণ অপেক্ষা প্রধান বলিয়া গণ্য, কিন্তু যে হৃদয় লোভী, পরশ্রী কাতর, নির্দ্দয়, স্নেহ মমতা বিহীন, দ্বেষ হিংসায় পরিপূরিত, পরের অনিষ্ট সাধনে তৎপর, তাহাকে মনুষ্য পদবীতে গণ্যকরা যায় না সে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট—সংসার মধ্যে না থাকিয়া সে বনে গিয়া পশুগণের সহিত মিলিত হউক। আমি একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়াছি! কি ভয়ানক রাক্ষস ব্যবহার! অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রের পিতৃ রাজ্য বলপূর্ব্বক লইয়া তাহাকে ও পাঠেশ্বরী বিদ্যাবতীকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল! অভাগিনীর কপাল এমনই মন্দ, যে, যে তাহার সাহায্যার্থে হস্ত প্রসারণ করিল বিধাতা তাঁহারও হস্তচ্ছেদন করিলেন, এই কি

বিধি! দুঃখিনী কামিনীর প্রতি এত নিষ্ঠুরতা! আহা রাজপুত্র, এমন কি রাজ রাজেন্দ্র তনয়, মহারাজবীরেন্দ্র সিংহের ঔরষজাত পুত্র, রাজপুত্র হইয়া পথের ভিখারী! আবার দুর্গ কারাগারে বন্দী! প্রমথনাথ বৎস, তোমার ভয় নাই! আমি তোমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিব, সমগ্র পৃথিবী অংশুমানের পক্ষে হইলেও তোমাকে মগধের রাজসিংহাসনে বসাইব, কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

একজন সৈনিকে প্রবেশ।

সৈনিক।—মহাশয়! এক যোগিনী আপনার সাক্ষাৎকার লাভেচ্ছায় দুর্গ তোরণে দণ্ডায়মানা আছেন, অনুমতি হইলে সমভিব্যাহারে লইয়া আসি। (স্বগত) আহা কি ভক্তি মতি মূর্ত্তি! দেখলেই আন্তরিক ভক্তিরসের উদয় হয়, যেন ভগবতী ভৈরবী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

জয়।—সৈনিক, তুমি নিতান্ত অবিবেকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, আমার এমন কি ভাগ্য যে যোগিনী এ অজ্ঞানকে দর্শন দিবেন, অনুমতির অপেক্ষা কি? অবিলম্বে লইয়া আইস।

(সৈনিকের প্রস্থান—)

(চিন্তা) যোগিনী কোথা হইতে কি মনন করিয়া যে এরাজ্যে আগমন করিলেন তা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

(যোগিনীর প্রবেশ।)

আজ আমার জন্ম সার্থক, আপনার শ্রীচরণ রেণু যে এ অজ্ঞতম দাসের আবাসে পড়িবে ইহা স্বপ্নের অগোচর।

যোগিনী।—আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর তোমার শ্রীবৃদ্ধি করুন—

জয়।—ভগবতি, আপনার আশীর্ব্বাদ অমোঘ, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে এ দাসের সর্ব্বত্র মঙ্গল, রাজ্যও সর্ব্বথা উপদ্রব রহিত। কি মনন করিয়া অদ্য মগধের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিলেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ কিঙ্করকে জ্ঞাত করুন; কেহত কোন প্রকারে আপনাদিগের তপশ্চরণে বিঘ্ন প্রদান করে নাই?

যোগিণী।—বৎস তোমাদিগের বাহুবলে জল স্থল বন উপবন ও পর্ব্বত প্রভৃতি সকলি সুশাসিত আছে, কুত্রাপি উপদ্রব নাই, কেবল তোমাদিগের দেশস্থ রাজা ও প্রজাবৃন্দের সকলেরই পক্ষপাতিত্ব দেখিতেছি, এবং সেই দুঃখে বসুন্ধরা দেবী অনবরতই রোদন করিতেছেন—আমি এই মগধের তৃতীয় রাজাকে দেখিলাম্ আমার বয়ঃক্রম অষ্টাধিক শতবর্ষ হইল।

জয়।—জননী আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন।

যোগিণী।—বৎস, এই মগধ আমার জন্মস্থান। আজ জন্মভূমির মঙ্গল বিধানের জন্যই আমি স্বয়ং লোকালয়ে আসিয়াছি। কয়েক দিবস হইল আমি একদা সায়ংকালে যমুনা পুলিনে যাইয়া মৃদুপবন হিল্লোলে

যমুনার নয়ন প্রীতিকর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম্, এবং কায়মনোচিত্তে জগদীশ্বরের আরাধনা করিতে-ছিলাম্, উপাসনান্তে যখন ঈশ্বর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আশ্রমাভিমুখে আগমন করি এমন সময় আকাশ মণ্ডলে দৈববাণী হইল—

জয়।—ভগবতি, কি দৈববাণী হইল, যদি কোন বাধা না থাকে এ দাসকে অনুগ্রহ করে জ্ঞাত করুন্।

যোগিণী।—সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। শুনিলে ভীত হইবে ও অন্তরে বিষম চিন্তা উপস্থিত হইবে, তুমি বালক তোমায় সে সর্ব্বনাশের কথা আর শুনাইতে ইচ্ছা করিনা।

জয়।—দেবি, আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মেছে অনুগ্রহ করে বলুন, আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, কারণ যদিও আপনি প্রত্যক্ষে কিছুই বলেন নি তথাচ আকার ইঙ্গিতে ও আপনার কথার আভাষে মগধের অমঙ্গলসূচক কথা বলিয়াই বোধ হইতেছে—জননী এদাসকে দৈববাণী বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া মনোবেগ দূর করুন্।

যোগিনী।—বৎস, তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা তখন আমাকে বলিতে হইল—কিন্তু পরে অনুতাপ করিও না। এরাজ্যে অধুনাতন অধীশ্বর শ্রীমান অংশুমান, ইনি মগধ রাজ-বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মৃত শূরকলপতি মহাত্মা বীরেন্দ্র সিংহের ভ্রাতা, পুত্র স্বত্তে ভ্রাতা কোনমতেই

উত্তরাধিকারী হইতে পারে না, মৃতমহারাজ বীরেন্দ্রসিংহের অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে তাহার পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাতেও সুখী নয়, ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলাম্ তাহাকে বন্দী করিয়া এই নগরেই আনিয়া রাখিয়াছে, শীঘ্রই দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইবেক।

জয়।—জননি! যা বল্লেন আমরা সকলই অবগত আছি, কিন্তু কি দৈববাণী হইয়াছে তাহারত কিছুই বলিলেন না?

যোগিনী।—বৎস! ভগবতী কালিকা দেবী আমার সম্মুখে আসিয়া বিকট বেশে ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিলেন "মগধের আর নিস্তার নাই অবিলম্বে ধ্বংস হইবে, এত অত্যাচার এত অবিচার, রাজপুত্র হইয়া পথের ভিখারী! আবার দুষ্ট তাহার বধসাধন করিবেক! অবশ্যই এ পাপের ফল প্রাপ্ত হইবে, রাজার পাপে রাজ্য ধ্বংস হইবে, রক্ষা নাই।"

জয়।—ভগবতি! মন্দমতি অংশুমানের যে এই অপরিনামদর্শী নিষ্ঠুর রাক্ষস ব্যবহার পরিণামে গরলপ্রসূ হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই জানি, কিন্তু মাত! এ দাসের এক নিবেদন আছে অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।

যোগিনী।—তুমি অসঙ্কুচিত চিত্তে বল, বৎস! তোমার উপর আমার যে কতদূর বিশ্বাস ও স্নেহ তা আর কি বলিব—মগধে এত লোক থাকিতে আমি কিজন্য তোমার নিকট আসিলাম ইহাতেই তুমি যথেষ্ট বুঝিতে পারিয়াছ।

জয়।—মগধের ধ্বংস! একথা শুনিয়া প্রাণ যে কিপর্য্যন্ত ব্যাকুল হইল তাহা বলিতে পারি না—এই মুহূর্ত্তে আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইলেও আমি অধিকতর ক্লেশ অনুভব করিতে পারিতাম না, জননি! এমন কিছু কি সদুপায় নাই যদ্দ্বারা আমরা এই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারি? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয় আমি অবশ্যই করিব।

যোগিনী।—বৎস! জগদীশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবি করুন্।

জয়।—জননি! কোন উপায় কি নাই—

যোগিনী।—একমাত্র উপায় আছে—যদি প্রজাপুঞ্জ একতা নিবন্ধনে সক্ষম হয়, আর অধুনাতন পরম অধর্ম্মাচারী ভূপতি অংশুমানকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বত মহারাজ বীরেন্দ্র সিংহের ঔরসজাত পুত্রকে রাজসিংহাসনে আরোহণ করায়, ও দুষ্টের সমুচিত দণ্ড বিধান করে, তবেই মগধের মঙ্গল নচেৎ পতনোন্মুখ পর্ব্বত চূড়ার পতন যেমন কেহ রক্ষা করিতে পারে না, সেইরূপ মগধের ধ্বংস অলঙ্ঘনীয়;—"জননী-জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" আমি ভিখারিণী. ঈশ্বর সেবায় নিরত, সাংসারিক সুখ দুঃখ কখনই অনুভব করিনাই, কিন্তু জন্মভূমির এই ভাবী দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়াই লোকালয়ে পুনর্ব্বার আসিয়াছি—দেখ জয়শীল, প্রাণপন চেষ্টা কর, যদি জন্মভূমির কণা মাত্রও হিতসাধন করিতে পার।

জয়।—দেবি! সংসার মধ্যে যে একক, সে যে কি অসুখী

তাহা যে স্বয়ং অথবা বিধাতা ভিন্ন কেহই অনুভব করিতে পারে না, এই মগধরাজ্যে বোধ করি মৃত মহারাজ বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র প্রমথনাথের সমদুঃখী কেবল আমিই একাকী। জননি! আমি ক্ষত্রিয় সন্তান, আর্য্যবংশ সম্ভূত, পরোপকার সাধনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, মগধ আমার জন্ম ভূমি, জন্ম ভূমির হিতচিন্তা আশৈশব করিয়া আসিতেছি আজও করিব। এই আমি আপনার সমক্ষে অসিস্পর্শ করিয়া (অসি স্পর্শ) শপথ করিতেছি, প্রমথনাথের বিপক্ষে সমগ্র মগধ রাজ্য এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষও যদি একত্র সমবেত হইয়া রণভূমে অবতীর্ণ হয়, তথাচ আমি প্রমথনাথকে মগধের সিংহাসনে বসাইব।

যোগিনী।—বৎস জয়শীল! বুঝিলাম মগধের তুমিই এক মাত্র রক্ষক, তৎপর হও, বিধাতা অবশ্যই সুপ্রসন্ন হই-বেন। বৎস! আমি এক্ষণে আসি আর বিলম্ব করিব না, সান্ধ্য সমীরণ বহিতেছে সন্ধ্যা সমীপাগতা, উপা-সনার সময় হইয়াছে।

জয়।—জননি! বলুন্ কবে আর কোথায় আপনার শ্রীচরণ পুনঃ দর্শন করিব।

যোগিনী।—আমি এই মগধেই রহিলাম ইচ্ছা হইলে বিশ্বে-শ্বর মন্দিরে যাইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও, এক্ষণে চলিলাম। বৎস আশীর্ব্বাদ করি প্রতি পদে বিজয় লাভ কর। (যোগিনীর প্রস্থান)

জয়।—আহা এমন রূপ লাবণ্য ত কখন দেখি নাই, সদত ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত, আহার নাই নিদ্রা নাই কিন্তু তবুও শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র অন্তর্হিত হয় নাই। যোগিনী মনে করিয়াছেন আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আহা! অপত্যস্নেহ কি প্রবল।

প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্বেশ্বর মন্দিব।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

নেপথ্যে। ছি ছি পরেরি উপাসনা, করিতে কেন হে বিধি! সৃজিলে ললনা। অনুপমা রূপে গুণে, করি, কি ভাবিয়ে মনে, দলিত কর চরণে; হরি স্বাধীনতা-ধনে করি চির-পরাধীনা। কেননা বিজনবনে, বন-হরিণীর সনে রাখিলে কামিনীগণে, তাহলে বিষাদে বিধি! কাঁদি নারি মরিতনা॥

যোগিনী। কি দোষে বিধাতা হেন নিদারুণ শাপ
দিলেন কামিনীকুলে কুলবতী করি।
একি পক্ষপাত! দুই হস্ত দুই পদ
শ্রবণ নয়ন দুই, হৃদয় সমান,
নিকৃষ্ট নহেত নারী নর-কুল হতে
কোন গুণে, তবে কি কারণে এভারতে
এত দুঃখ সহে অবলা অঙ্গনাগণ!
শৈশবে জনক-গৃহে পিতার অধীনে
হইয়ে পালিত স্নেহ মমতার বসে,
পুনঃ পরাধীনা পরে পতি-প্রেম-রসে
সরস যৌবন কালে, বার্দ্ধক্যে আবার

একি, অপত্য অধীনে মৃত্যুকালাবধি,
আজীবন পরাধীনা! এই কি বিধাতা
তব সর্ব্বজীবে সমদয়া সমদান?
অক্ষম অবলা-কুল বল কোন্ কাজে?
পারে না কি তারা তীর ধনু তরবারি
ধরিতে করে সজোরে, করিতে সংহার
রণ-রঙ্গভূমে শত্রু ভীম পরাক্রমে?
পারেনা কি পালিবারে পুত্র নির্ব্বিশেষে
প্রজাপুঞ্জে, দমি দুষ্টে শিষ্টে পুরস্কারি?
যাইতে সাগর পারে বাণিজ্যের তরে,
উড়ায়ে পতাকা পুঞ্জ অকুতো সাহসে?
আরোহিতে বাজীপৃষ্ঠে অটল অচল
দ্রুত ইরম্মদ-বেগে ধাইতে সংগ্রামে?

আলিয়া। আড়া ঠেকা।

পাপের প্রতিষ্ঠা ভবে হতেছে দিন যামিনী,
বিপরীত বিধি নদী প্রতিকুল প্রবাহিনী।
কাটিয়ে কমলদলে, শৈবাল শালুক ফুলে,
নির্ম্মল সরসী জলে, আদরে রোপিলে,
বিধুরে বিদায় করি, খদ্যোতিকা কর ধরি,
নভ সিংহাসনোপরি, বসালে আনি॥
কপি কণ্ঠে রত্নহার, কাকে করে অধিকার,
পিকের যশ বিস্তার, একি অবিচার,

স্বর্গের উন্নতাসনে, দুরন্ত দানবগণে,
কাঁদে দেবেন্দ্র বিহনে, শচি পৌলম নন্দিনী॥

"শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধর মুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।
শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গাং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্॥
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুক সহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে।
নানালঙ্কার দীপ্তং স্ফটিক কনিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি॥
বন্দে দেব মুমাপতিং স্থরগুরুং, বন্দে জগত কারণং।
বন্দে পন্নগ ভূষণং মৃগধরং, বন্দে পশুনাং পতিম্॥
বন্দে সূর্য্য শশাঙ্ক বহ্নি নযনং,বন্দে মুকুন্দ প্রিয়ং।
বন্দে ভক্ত জনাশ্রয়ঞ্চ বরদং, বন্দে শিবং শঙ্করম॥"

ভগবন! প্রসন্ন হউন্ দাসীরে দয়া করুন্, অনাথিনীর স্তবে তুষ্ট হউন্, দাসীর আর কেহই নাই যে এই বিপদে সহায়তা সাধন করে, এই অবনীমণ্ডলের যাবতীয় সুখে ত জলাঞ্জলি দিয়াছি, অনন্ত অন্ধকারময় অমানিশায় একমাত্র দীপ লইয়াছিলাম তাহাও নিবিল।

জয়শীলের প্রবেশ।

এস বৎস, শারীরিক কুশলত?

জয়।—ভগবতি! আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে শারীরিক কোন অসুখ নাই।

যোগিনী।—মগধ রক্ষার কি কিছু উপায় করিতে পারিয়াছ?

জয়।—জননি! যে অবধি আপনি ঐ মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন সেই অবধি দিন যামিনী আমি ওই চিন্তাই

করিতেছি ও উহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতেছি এবং অনেক দূর কৃত কার্য্যও হইয়াছি।

যোগিনী।—মগধে তোমারই জন্ম সার্থক—জননী যে কত কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া সন্তানকে লালন পালন করেন্ তাহা অব্যক্ত, প্রসূতীর সমস্ত আশা ভরসাই সেই সন্তানের উপর, সেই সন্তান যদি জননীর মুখোজ্জ্বল করে তাহা হইলে জননী কত সুখী হন্।—তা দেখ এই বসুন্ধরা দেবী সমস্ত জীবেরই লালন পালন করিয়া থাকেন, তোমার জননী কেবল তোমারই ভরণ পোষণ করিয়াছেন মাত্র, মাতার ঋণ পরিশোধ হয় না। প্রকৃতি সুন্দরী বিশ্বজননী—তাঁহার ঋণ ভবধামে অসংখ্য বার জন্মগ্রহণ করিয়াও পরিশোধ করিতে পারা যায় না। কিন্তু তুমি যে এতদূর আয়াস স্বীকার করিয়াছ ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম।

জয়।—মা আমি সমস্ত সেনাগণকে আমার মতানুবর্ত্তী করিয়াছি ও রাজসভার অধিকাংশ সভ্যকে একপ্রকার আয়ত্তে আনিয়াছি, এখন আপনার আশীর্ব্বাদ ও বিধাতার ইচ্ছা, অনুমতি হয়ত আমি এক্ষণে আসি। আজ বোধ করি দুরাত্মা অংশুমান আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আসিবে এখন আমি চলিলাম।

যোগিনী।—বৎস! ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘ-জীবি করুন, মগধের মুখোজ্জ্বল কর, ধর্ম্মের অবশ্যই জয় হইবে।

জয়শীলের প্রস্থান।

জয়শীল যে এত মহতাশয় আমি অবগত ছিলাম না, আর মগধে আসিয়া যে এতদূর কৃতকার্য্য হব তাও স্বপ্নে একদিন অনুভব করি নাই। ভগবন প্রসন্ন হউন্।

রাজা অংশুমানের প্রবেশ।

আপনি কে এবং কি মনন করিয়া এই নিশীথ সময়ে এস্থানে আগমন করিয়াছেন?

অংশু।—এ কিঙ্কর মগধের অধীশ্বর, মগধে ভবাদৃশ ঈশ্বর চিন্তা নিরতা যোগিনীর পদার্পণ হওয়াতে মগধের কি সৌভাগ্য ও গৌরব তা আমি এক মুখে বলিতে পারিনা— কয়েক দিবস হইলআপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলাম কিন্তু কার্য্যানুরোধে কৃত মনোরথ হইতে পারি নাই। এদাস অজ্ঞতম, রাজ্যশাসন দুরূহ ব্রত, একাকী সহস্র সহস্র লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়—কলিদেবের আগমনে ধরা হইতে সত্য প্রায় একবারে তিরোহিত হইয়াছে, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ও প্রজাপুঞ্জের সুখান্বেষণ করাই ভূপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম— ভগবতি! এই সকল মাদৃশ অনভিজ্ঞজনের দ্বারা যে সুচারু রূপে সম্পাদিত হইতেছে ইহা বলিতে পারি না, তবে প্রাণপণে যত্ন করিতেছি।

যোগিনী।—বৎস! তোমার সহিত বাক্যালাপে পরম পরিতুষ্ট হলেম্, তুমি কি উদ্দেশে এই স্থানে আগমন করিয়াছ?

অংশু।—জননি! ভবাদৃশ সুপরিণাম দর্শিনী যোগিনীর

নিকট আর কি উদ্দেশে আসিব, রাজানুশাসন ও মোক্ষ ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ উপদেশ গ্রহণ করিতে—

(দৈববাণী),——"মগধেশ্বর সাবধান হও সুবিচার কর, প্রমথনাথ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রবঞ্চনা করিও না— মগধের ধ্বংশ অতি নিকট সাবধান! সাবধান!"

(সচকিতে) দেবি! ভগবতি! জননি! একি! অকস্মাৎ একি! দৈববাণী!

যোগিনী। বৎস! ভয় নাই দেবতার কার্য্যই এই, সকলকেই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে তোমার ভয় কি? সুবিচার স্থাপন করিয়া ধরা শাসন কর পদে কুশাঙ্কুর ও বিঁধিবে না।

অংশু।—জননি! আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, এরূপ দৈববাণী কখন আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই আমার হৃৎকম্প হইতেছে অনুমতি হয়ত এক্ষণে আসি।

যোগিনী।—বৎস তবে এক্ষণে বিদায় হও, ভয় নাই, নিশ্চিন্ত থাক।

অংশুমানের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কান্যকুব্জ রাজপ্রাসাদস্থ সভাগৃহ।

রাজা অংশুমান মন্ত্রি কোষাধ্যক্ষ ও পতিতপাবন আসীন।

পতি।—রাজন্ আপনার আবার বিপদ কি। আপনার বাহুবলে যাবদীয় করপ্রদ রাজগণ একবারে যোড়হস্ত, আর মগধের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে ধরামধ্যে এমন প্রতাপশালী বীরপুরুষ ত অদ্যাপি সমুদ্ভাবিত হয় নাই, আরও বলি এদাসেরা কিঙ্কর পদবীতে জীবিত থাকিতে আপনার ভয় কি?

অংশু।—আমার কি হইয়াছে তোমরা কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছ না—অনুতাপানলে আমার হৃদয় একবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে (সচকিতে) ঐ শুন আকাশে কি দৈববাণী হইতেছে—মন্ত্রি! তুমি রাজত্ব কর, আমি বা উন্মাদগ্রস্থ হই। (সচকিতে) ঐ আবার! মন্ত্রি পতিতপাবন আমার কি হবে, আমি যে আর কোনমতে স্থির হইতে পারিতেছি না, যাই, আমি বনে যাই অবশিষ্ট কাল ঈশ্বর সেবায় যাপন করি। (সচকিতে) ঐ শুন! গগনমার্গে কে অপরিস্ফুট স্বরে কি বলিতেছে, আমার অবনীতে আর স্থান নাই, বিধাতা বিমুখ আমি যাই—চলিলাম—এই যাই, মন্ত্রি

তুমি রাজ্য শাসন কর আমার মহাযাত্রার সময় উপস্থিত—যাই, যাই, এই গেলেম।

অংশুমানের প্রস্থান।

মন্ত্রি।—কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ কি এমন সময়ে আবার পাগল হলেন।

পতি।—মন্ত্রি মহাশয় আপনারা ভাবিত হইবেন না, আমি শীঘ্রই মহারাজকে এই অবস্থা হইতে অন্তর করিতেছি—মানসিক পরিবেদনার কারণ অবগত হইলেই সময়োচিত কার্য্য করিয়া বোধ করি কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহার মনের সুস্থতা সম্পাদন করিতে পারিব।

কোষা।—কমলে কীট প্রবেশ করিলে কি আর সে কমল পুনঃ প্রস্ফুটিত হয়? জীবন দীপ একবার নির্ব্বাপিত হইলে কি আর পুনরুদ্দীপ্ত হয়? যে হৃদয় একবার পুত্র শোকে দগ্ধ হইয়াছে সেই হৃদয়ে যদি সহস্র সহস্র বার পুত্রোৎপাদন-জনিত আনন্দ অনুভূত হয় তত্রাচ সেই হৃদয়বিদারক পুত্র-শোক সেই হৃদয়ে আজীবন বর্ত্তমান স্বরূপ অঙ্কিত থাকে—মহারাজের অন্তঃকরণ এক্ষণে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে—হিংসারূপ কালফণি দিবানিশি দংশন করিতেছে, সুখ কোথায়? পাপ ভারে কলেবর একবারে এত ভারবহ হইতেছে যে জীবন ধারণে আর অভিলাষ নাই কাজেই উন্মাদ হবেন বৈআর কি। প্রকৃতির

রীতিই এই মনুষ্য অধিকক্ষণ রোদন করিলেই সে অচিরাৎ নিদ্রা যাইবে কিম্বা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া নিস্তব্ধ থাকিবে; প্রলয়ের পর জগত স্তম্ভিত হয়। যেমন মনের প্রসন্নতা পুণ্যের পুরস্কার, আত্মগ্লানি ও সেইরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপে পাপের অনেক লাঘব হয় কিন্তু আবার এমন পাপও আছে যাহার প্রায়শ্চিত্ত ইহলোকে হয় না।

রাজার প্রবেশ।

অংশু। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা আমাকে রাজ্যচ্যুত করিবে, আমি কি কাপুরুষ হীনবল আমার কি সৈন্য সামন্ত কিছুই নাই, তোমরা এতদূর অকৃতজ্ঞ, আমি এই এতদিন তোমাদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিয়া আসিলাম্ সে সকলি নিষ্ফল! সকলি বিস্মৃতির গ্রাসে পড়িল! তোমরা বিশ্বাসঘাতক, দূর হও কাহারও মুখ দেখিতে চাই না।

পতিত। রাজন্ একি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন, আজীবন আপনার অন্নে উদর পোষণ করিয়া আজ কি না বিশ্বাস ঘাতক হইব। যে রাজা আমাদিগকে চিরকাল পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া আসিলেন আজ কি না তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিব। পুত্রের কি পিতার প্রতি এই ব্যবহার! আপনি ভ্রমেও এমন ভাবনাকে অন্তরে স্থান দিবেন না, আজ্ঞা করুন এই দণ্ডে পালন করিব, জীবন কি ছার ইহলোকে যদি তাহা অপেক্ষা ও মনুষ্যের অন্য

কিছু প্রিয়তর বস্তু থাকে তাহা প্রদান করিলে যদি আপনার বেদনার অনুমাত্র ও উপশম হয় তাহাও অকপটচিত্তে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি, এ দাসকে কখনই অন্যতর ভাবিবেন না।

অংশু। আহা! পতিতপাবন ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তোমার বচনে আমি পরম পরিতুষ্ট হইলাম, কিন্তু এজগতে আমার আর কিছুই প্রার্থনা নাই, আত্মা ঈশ্বরে লীন হইলেই নিশ্চিন্ত হই, এ বিষময় সংসারে থাকিতে আর এক দণ্ডও ইচ্ছা নাই—(সচকিতে) জননি! ঈশ্বরি! প্রসন্না হউন আমি এ জন্মে আর কখনই পাপাচরণ করিব না আমার ভব লীলা সমাপন হইয়াছে—আমি।— মূর্চ্ছা।

(সকলে) একি হল মহারাজ যে মূর্চ্ছাপন্ন হলেন।

পতিত।—হে রাজন্ মগধের কি দুর্দ্দশা করিয়া যাইতেছেন, একবার ভাবুন অনাথা প্রজাপুঞ্জ—

অংশু। (অজ্ঞানাবস্থায়) বিদ্যাবতী তুমি সাধ্বী সতী একান্ত পতিরতা তোমার অভিসম্পাতে আমার।—

পতিত। মহারাজ! মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন।

অংশু। (অজ্ঞানাবস্থায়) প্রমথনাথ তুমি যথার্থই বীরেন্দ্র সিংহের ঔরসজাত পুত্র, তৎসদৃশ সরল শিশুকে এতাদৃশ মর্ম্মবেদনা প্রদান করিয়াছি বলিযাই এক্ষণে হৃদয়।—(গাত্রোত্থান) মন্ত্রি তোমরা এক্ষণে এস্থান হইতে গমন কর আমার অত্যন্ত কষ্ট

হইতেছে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিব। পতিতপাবন তুমি থাক।

(মন্ত্রি ও কোষাধ্যক্ষ্যের প্রস্থান।)

পতিত। মহারাজ এ দাসের মিনতি রক্ষা করুন, বলুন আপনার অন্তরে কি ভয়ানক ভাবের উদয় হইয়াছে, দিবানিশি সশঙ্কিত, ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিতের ন্যায় বিহ্বল নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, আপনার এত দুঃখ দেখিতে পারি না, এই দণ্ডেই প্রতিবিধান করিব।

অংশু। পতিতপাবন আমার হৃদয় কন্দরে যে দারুণ অগ্নি জ্বলিতেছে তাহার নির্ব্বাণের উপায় থাকিলে আমি অবশ্যই তোমার নিকট বলিতাম।

পতিত। আপনি বলুন আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে ঈশ্বরেচ্ছায় এদাস অবশ্যই কোন না কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবে।

অংশু।—কি অশুভক্ষণে বিশ্বেশ্বর মন্দিরে ভৈরবী দর্শনে গিয়াছিলাম সেই অবধি আমার জাগ্রতে নিদ্রায় কিছুতেই আর সুখ নাই।

পতিত। কেন মহারাজ! সেখানে কি হইয়াছিল?

অংশু। ভৈরবীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি এমন সময় হঠাৎ একবারে সেইস্থান প্রসুন গন্ধে আমোদিত হইল এবং অব্যবহিত পরে বজ্র গম্ভীর স্বরে কে যেন বলিল— (সচকিতে) ঐ আবার!

পতিত। মহারাজ বলুন, ভয় কি? আপনি এত চমকে উঠিতেচেন কেন এখানে ত ভয়ের কোন কারণ নাই?

অংশু।—বলিল "অংশুমান তুমি সাবধান হও, সুবিচার স্থাপনকর, প্রমথনাথ তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবঞ্চনা করিওনা, মগধের ধ্বংশ অতি নিকট সাবধান! সাবধান!"

পতিত।—মহারাজ! তারপর?

অংশু। সেই অবধি আমার নয়ন সম্মুখে এক ভীষণ মুর্ত্তী অনবরতই ঐ কথা বিকট বদনে বলিতেছে। (সচকিতে ইতস্তত দৃষ্টিপাত) এবং তাহার ভীম বাহু প্রসারিয়া আমার গলদেশ ধরিতে আসিতেছে।

পতিত। মহারাজ আপনি এত ভীত হচ্ছেন কেন আপনি বীরপুরুষ দশ লক্ষ যোদ্ধার সম্মুখেও আপনার ভয় হয় না।

অংশু। সে সকলি সত্য কিন্তু (ক্ষণেক নিস্তব্ধ)

পতিত। মহারাজ প্রমথনাথকে যেদিন মগধে বন্দী করিয়া আনিলেন সেই দিন অবধি ত এ দাস বলিতেছে যে দুরাত্মার অবিলম্বে বধসাধন করুন্, দুষ্ট রাজ্যের কণ্টক, শত্রুর প্রতি সদ্‌ব্যবহারে প্রয়োজন! শত্রুর সহিত শত্রুতাচরণ করিতে হয় দেখুনদেখি আপনার কি শোচনীয় অবস্থা, আপনি রাজরাজেন্দ্র মগধের সম্রাট ভারতবর্ষীয় প্রায় সমস্ত রাজগণ আপনার করপ্রদ আপনি মুহুর্ত্তের জন্যও সুখি নন আপনাকে বুঝায় এ জগতে এমন পুরুষ কেহই নাই, প্রগলভতা মার্জ্জনা করিবেন এদাসের

পরামর্শ গ্রহণ করুন, এই রাজ্য ও আপনার জীবন নিষ্কণ্টক করুন, কিজন্য জীবন পরিত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন, শৃগালের ভয়ে জীবন বিসর্জ্জন। অনুমতি করুন এই মুহূর্ত্তেই তার ছিন্নমস্তক রাজসমীপে আনয়ন করি।

অংশু। পতিত এসকল আমার সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু যদি প্রজাগণ বিপরীতাচরণ করে তখন কি হইবে—

পতিত। প্রজাগণ রাজার বিপক্ষে অসিধারণ করিবে, এ অত্যন্ত অশ্চর্য্য কথা, ছাগের কি এমন সাহস হয় যে সে সিংহের সম্মুখে যুদ্ধার্থী হইয়া দণ্ডায়মাম হয়, আর যদি হয় তাহাতে সিংহের ভয়! একথা নিতান্ত অলীক, সাগরসঙ্গমে সাগর তরঙ্গে ও নদী তরঙ্গে প্রতিঘাত হইলে কি সাগর তরঙ্গ হীনবল হইয়া সলিলে বিলীন হইয়া যায়। মহারাজ সে চিন্তা করিবেন না, নির্ম্মল আকাশে শশিই রাজত্ব করিবে তারকামালা অসংখ্য হইলেও তাহারা যে নক্ষত্র সেই নক্ষত্র, শশির সমক্ষে হীন প্রভা হইবে—আপনি মগধে ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য অনায়াসে নিশঙ্ক চিত্তে সম্পন্ন করুন।

অংশু। প্রজাপুঞ্জ যেন কিছুই করিতে পারিল না, মগধের বিশ্ববিজয়ী সেনাগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইলে কে সে বেগ সহ্য করিবে? পর্ব্বত শিখরচ্যুত উস্রবণ যখন নদীরূপ ধারণ করিয়া প্রবলবেগে প্রধাবিত হয় তখন কি আর তার সম্মুখে কিছুই তিষ্ঠিতে পারে? লৌহময় প্রাচীর

দিলে তাহাও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সেই স্রোত তাহার ইপ্সিত পথে গমন করে, পতিতপাবন যে কর্ম্ম করিতে হইবে অগ্রে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে কি না ভাবিয়া তবে হস্তার্পণ করিতে হয়, নহিলে আজীবন অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হইবে।

পতিত। আপনি কি মগধের সেনাসমূহকে এমনই অকৃতজ্ঞ ভাবেন যে তাহারা আপনার প্রতিকূলে সমরানল প্রজ্বলিত করিবে। যাঁহার অন্নে তাহাদিগের সপরিবার প্রতিপালিত তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ! একথা স্বপ্ন সম তবে পুত্র ও পিতাকে বধ করিবে, পৃথিবীতে ত আর ধর্ম্ম থাকিবে না! আরও বলি যে দিন প্রমথনাথকে দুর্গে সেনাপতির হস্তে প্রদান করেন সে দিন ত সেনাপতির মনোগত ভাব সকলি বুঝিতে পারিয়াছেন, আর সেনাপতির স্বভাবও আপনি সম্যক রূপে বিদিত আছেন তাঁহার প্রভুভক্তি, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, সাহস ও বীরত্ব অলৌকিক, তিনি যখন আপনার মতাবলম্বী তখন কি সেনাগণ আর মস্তকোত্তলন করিতে পারে, আর যদিই করে কর্ণধার বিহীন তরণি কতক্ষণ প্রাবৃটকালের সান্ধ্য প্রবল ঝটিকায় ভাসিয়া থাকে? সে চিন্তা দূর করুন, সেনাপতি আমাদিগের পক্ষে থাকিলে সেনাগণকে ভয় কি, লক্ষ মেষ একত্র হইলেও কি মেষপালককে নিধন করিতে পারে? মহারাজ! আপনি কি এক বারে জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন? যে অনুমতির অপেক্ষা করে সে

কি একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত কলহ করিতে পারে, মাতৃগর্ভে থাকিয়া মাতার সহিত বিবাদ !

অংশু। পতিত পাবন আমি জানিতাম তুমি পাগল তোমার যে এত দুর বুদ্ধি আছে তা আমি এত দিন অবগত ছিলাম না, তোমার বাক্য কি পর্য্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ তা আর কি বলিব, তুমি কি এমন আশা কর যে আমি এই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

পতিত। মহারাজ! বিপদ থাকিলে ত উপায় চেষ্টা। আপাতত আমি আপনার কোন বিপদ উপস্থিত দেখি না দাসের পরামর্শ গ্রহণ করুন প্রমথ নাথের দণ্ডাজ্ঞা শীঘ্রই প্রচার করুন।

অংশু। আমার কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না যে আমি এই দুরূহ ব্রতে লব্ধ মনোরথ হইব। পতিত পাবন—

পতিত। রাজন! শীঘ্রই প্রমথ নাথের দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করুন, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি অনুমাত্রও বিঘ্ন হইবে না।

অংশু। পতিত পাবন আমি তোমার পরামর্শানুসারেই চলিব অদৃষ্টে ঈশ্বর যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঘটিবে কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

অংশু। প্রতিহারি! তুমি অবিলম্বে মন্ত্রি মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইয়া সঙ্গে লইয়া আইস।

প্রতিহারির প্রস্থান।

পণ্ডিত পাবন! বিশ্বেশ্বর মন্দিরে এক যোগিনী এসেছেন তা জান।

পণ্ডিত। আমি তাকে বিলক্ষণ রূপে জানি সে মাগি বিষম কপটাচারিণী, সে কখন ঈশ্বর চিন্তা নিরতা যোগিনী নহে।

(মন্ত্রির প্রবেশ।)

মন্ত্রি। মহারাজের জয় হউক, মহারাজ শারীরিক সুস্থ আছেন ত, এমন অসময়ে আমাকে আহ্বান করাতে অত্যন্ত শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে কোন বিপদ ত ঘটে নাই?

অংশু। মন্ত্রি তোমার অবিদিত কিছুই নাই গত কান্যকুব্জের সহিত যুদ্ধের পর অবধি আমি কি রূপ মানসিক যাতনা ভোগ করিতেছি—প্রকৃত পক্ষে প্রমথনাথই আমার এই অসহনীয় যাতনার একমাত্র কারণ, আমি অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে রাজ্যের কণ্টক স্বরূপ প্রমথনাথ কে জীবিতাবস্থায় রাখিব না। কাল বৈকালে বিশ্বেশ্বরমন্দির সম্মুখে বধ্য ভুমিতে আনয়ন করিয়া তাহার বধ সাধন করিব। তুমি আজই নগর মধ্যে ঘোষণা কর যে প্রমথ নাথ মগধেশ্বরের বিপক্ষে বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, কাল বৈকালে বধ্য ভুমিতে তাহার বধ কার্য্য সমাধা হইবে।

মন্ত্রি। রাজন্! প্রমথ নাথ বালক তাহার প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা অপেক্ষা নির্ব্বাসন বিধি হইলে ভাল হইত না?

অংশু। মন্ত্রি প্রগল্‌ভতা পরিহার কর, আমি যে রূপ বলিলাম সেই রূপ কর তোমার মতামতের আবশ্যক নাই।

মন্ত্রি। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য—আমি এই দণ্ডেই রাজাজ্ঞা নগর মধ্যে ঘোষণা করিতেছি।

অংশু। দেখ বিলম্ব না হয়। আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে চলিলাম।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চমাঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বধ্য ভূমি

অদূরে বিশ্বেশ্বব মন্দিব।

বাজা মন্ত্রি কোষাধ্যক্ষ সেনাপতি পতিতপাবন ও অন্যান্য বাজ কর্ম্মচাবি আসীন।

হস্ত পদ বদ্ধ প্রমথনাথকে লইয়া একজন সৈনিকের প্রবেশ।

অংশু। প্রমথনাথ তুমি কি সাহসে মগধেব বিপক্ষে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া ছিলে?

প্রমথ। আমি যে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া ছিলাম একথা আপনাকে কে বলিল?

অংশু। কপটতা পরিত্যাগ কর, সত্য কথা কও, এখনও তোমার বাঁচিবার আশা আছে। তুমি কেন মগধের বিপক্ষে সংগ্রাম বাসনায় কান্যকুব্জ পতির সহিত মিলিত হইয়া অনর্থক আমাদিগকে এতাদৃশ ক্লেশ প্রদান করিলে?

প্রমথ। রাজন্, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন আমি বালক যুদ্ধের কি জানি আর আপনার সহিত যুদ্ধে আমার লাভ কি, আমার কি সংগ্রাম উপযোগী সৈন্য সামন্ত বিম্বা অস্ত্র শস্ত্রাদি ছিল, না আছে, আমার

অপরিনাম দর্শিনী জননীই আমায় এই বিপদ সাগরে অবতীর্ণ করিয়া গিয়াছেন আর তিনিই এই যুদ্ধের এক মাত্র কারণ।

অংশু। তবে তুমি কেন তাঁহার সহিত মিলিত হইলে?

প্রমথ। ধরণী ধামে জননী ভিন্ন আমাব কেহই নাই, তিনি যে পথে পদার্পণ করিয়া ছিলেন আমাকে ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহার অনুগামী হইতে হইয়াছে, কারণ আমার উপায়ান্তর ছিল না।

অংশু। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয় ও প্রজাপুঞ্জ অশেষ বিধ যাতনা ভোগ করে, তুমি জান তেমনি প্রসূতির পাপে পুত্রও কষ্ট ভোগ করে, তুমি যদিও তোমার সম্পূর্ণ নির্দ্দোষীতা সপ্রমাণ করিতে পার তত্রাচ আমি তোমার দণ্ড বিধান না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারি না? অধুনা তোমার মাতা উপস্থিত নাই।

প্রমথ। রাজন্! এ কেমন বিধি, আমার জননী দোষিণী তিনি উপস্থিত নাই বলিয়া সেই দণ্ড আমার প্রতি বিহিত হইবে, একের অপরাধে অপরের দণ্ড এ বিচার ভবৎ সদৃশ নৃপকুল শ্রেষ্ঠের উপযুক্ত নয়।

অংশু। তোমার কথা বার্ত্তা ত কোন বিধায়েই বালকের ন্যায় নহে।

প্রমথ। যেহেতু আমি আপনার সম্মুখে বন্দী। আপনার অন্তঃকরণে কি দয়ার লেশমাত্র নাই আমি বালক শত্রু হইলেও ক্ষমনীয় তাহাতে আবার ভ্রাতু-

পুত্র আমার জীবনে আপনার কি অনিষ্ট হইতে পারে।

অংশু। মন্ত্রি! আর নয় শীঘ্রই দুরাত্মার বধ কার্য্য সমাধা কর কি জানি যদি হৃদয়ে মমতার উদ্রেক হয়।

মন্ত্রি। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য কিন্তু বালকের বধে ভবাদৃশ ভুপতির কেবল দুর্ণাম মাত্র, বীরত্বের চিহ্নমাত্রও নাই।

প্রমথ। (সরোদনে) রাজন্ আমি রাজ রাজেন্দ্র বীরেন্দ্র সিং-হের পুত্র হইয়া আজ কি না ভিখারী. বিধাতা তাহা-তেও সন্তুষ্ট নহেন, আবার আপন রাজ্যে আপনি বন্দী, ক্ষণ কাল বিলম্বে জীবন শিখা নির্ব্বাপিত হইবে। আপনি পিতৃব্য কোথায় পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি অধিক তর স্নেহ মমতা প্রকাশ করিবেন, না বন্দী করিয়া বধ্য ভূমিতে আনয়ন করিয়াছেন। (সহসা) তুমি মগধ রাজ-কুল কলঙ্ক তোমার পাপে মগধ কলুষিত হইয়াছে, আমি অকালে মরিলাম তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নহি বিধির ইপ্সা কে খণ্ডাইতে পারে কিন্তু ঈশ্বর যে তোমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবেন তাহা একবার ভাবিলে না। তুমি অসংখ্য নরকুল পালক তোমার কি কিছু মাত্র জ্ঞান নাই (ক্ষনেক নিস্তব্ধ) শীঘ্রই রাজাজ্ঞা সমাধা হউক আর কেন।

অংশু। এখন প্রাণ ভয়ে তোমার জ্ঞান জন্মাইয়াছে।

কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে তোমার এরূপ জ্ঞান হয় নাই, বিপদ্‌কে আহ্বান করিতে হয় না আপনিই আইসে।

প্রমথ। আর কেন নিষ্প্রয়োজনে কতকগুলো গর্ব্ব ও স্বার্থপর কথা বলেন, আমি ক্ষত্রিয়সন্তান, প্রাণ ভয়ে ভীত নহি,—জগতে কে এমন স্বার্থশূন্য মনুষ্য আছে যে অপরে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে ও সে বিনা বাক্যব্যয়ে নিস্তব্ধ থাকে, আমার পিতৃরাজ্য লাভের জন্য অন্যের সহায়তা সাধনে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম; অদৃষ্ট-দোষে পরাজয় হইল, এক্ষণে বন্দী। সকলই ঈশ্বর-ইচ্ছা। তুমি অনাথ নিঃসহায় বালককে প্রবঞ্চনা করিয়া তাহার সমস্ত অপহরণ করিয়াও এখন সুখে রাজত্ব করিতেছ, আর আমি নিরপরাধে অকালে দস্যু কর্ত্তৃক নিহত হইলাম; তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও না। জগৎকে মন্ত্রবলে মুগ্ধ করিয়া ভুলাইলে কিন্তু ঈশ্বরের নিকট আর সে মন্ত্র খাটিবে না।

অংশু। মন্ত্রি! আর বিলম্ব করিওনা, জল্লাদকে ডাকাইয়া শীঘ্রই দুরাত্মার মস্তকচ্ছেদন কর।

মন্ত্রি। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। প্রতিহারি! জল্লাদকে শীঘ্র এই বধ্য ভূমিতে আনয়ন কর।

জয়। রাজন্, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, বিশ্বেশ্বর-মন্দির-বাসিনী সেই ভৈরবী অনুজ্ঞা করিয়াছেন যেন তাঁহার আগমনের অগ্রে বধকার্য্য না হয়, তিনি আগতপ্রায়; আমি তাঁহার উদ্দেশে দুই তিন জন অনুচরকে প্রেরণ করিয়াছি।

অং-শু। তিনি আর বধ্য ভূমিতে আসিয়া কি দেখিবেন, আর তাঁহারি বা অপেক্ষা কেন ?

জয়। তিনি আমায় বলিয়াদিয়া ছিলেন এই জন্যই বলিতেছি।

অং-শু। সে কথায় আর আবশ্যক নাই, জল্লাদ!

জয়। মহারাজ! ঐ যোগিনী আসিতেছেন একটু বিলম্ব করুন।

(যোগিনীর প্রবেশ)
সকলের অভিবাদন।

যোগি।—রাজন্ আজ এই বধ্য ভূমি এত জনাকীর্ণ কেন? কাহার জননী আজ মগধে পুত্রহীন হইবে ?

অং-শু। জননি, একজন বিদ্রোহীর প্রতি প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হইয়াছিল ; আজ সেই জন্যই মগধের সমস্ত প্রজাপুঞ্জ দুষ্টের দণ্ড দর্শন করিতে আসিয়াছে। আপনার আগমন অপেক্ষায় এতক্ষণ দুরাত্মার মস্তকচ্ছেদন হয় নাই এক্ষণে আজ্ঞা করুন।

যোগি। বিদ্রোহী কে, কোথা হইতে আসিয়াছিল, সেকি মগধবাসী নয়?

অং-শু। সে কথা আর কি বলিব, মগধের বিপক্ষে নিষ্প্রয়োজনে সংগ্রাম করিয়াছিল এই জন্যই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

যোগি। বিদ্রোহী যুবা না বৃদ্ধ ?

জয়। যুবাও নয় বৃদ্ধও নয়—অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক মাত্র।

যোগি। রাজন্ বালকের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা! বালকে এমন কি অনিষ্ট করিতে পারে যে তাহার প্রতি এ নিদারুণ আজ্ঞা প্রচার হইল?

অংশু। কি অনিষ্ট! আপনি এমন কথা বলেন! বামন হইয়া শশধর স্পর্শেচ্ছা, জারজ সন্তান হইয়া জগদ্বিখ্যাত মগধ-সিংহাসনে অভিলাষ, সিংহের সহিত সারমেয়ের স্পর্দ্ধা! দুরাত্মা আমার বিরুদ্ধে কান্যকুব্জপতিকে আহ্বান করিয়া সংগ্রাম কবিল--আবার কি অনিষ্ট করিতে পারে —মৃত্যু হইতে অধিকতর কোন দণ্ড থাকিলে তাহাই আমি দুষ্টের প্রতি বিধান করিতাম।

যোগি। ভাল বৎস, ঐ বালকের দ্বারা কি এতাদৃশ অসম্ভব-যোগাযোগ হইতে পারে—আর যদিই হয় তাহাও মার্জ্জনীয়, কারণ অদ্যাপি উহার মানুষী জ্ঞান-উপলব্ধি হয় নাই। অগ্রে বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত আর কে ইহাতে লিপ্ত ছিল—যদি কিছু সন্ধান করিতে পারা যায়, তৎপরে এই দেখা উচিত, উভয়ের মধ্যে কে প্রকৃত দোষী, আবার দেখা উচিত কাহার বুদ্ধি মগধের ভাবী অনিষ্টের কারণ, তবে দণ্ড বিধান করিতে হয়।

অংশু। আপনি কি এক্ষণে উহাকে মার্জ্জনা করিতে বলেন?

যোগি। না, আমি এমত বলিনা, তবে বন্দীর মুখে একবার সমস্ত আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি ইহাতে মত কি?

অংশু। তা আপনি অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন তাহাতে আবার মতামত কি? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে ও যেরূপ বলুক না কেন উহার প্রাণ দণ্ড কিছু-তেই রক্ষা হইবে না।

যোগি। তুমি মগধের কীর্ত্তিমান রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈদৃশ ইতরজনোচিত কথা কিরূপে কহিতেছ, যদি বিচারে ঐ বালক নির্দ্দোষী হয় তথাপি উহার প্রাণ দণ্ড হইবে?—হাঁ অবশ্য যদি উহার দোষ সপ্রমাণ হয় তবে রাজাজ্ঞা কে লঙ্ঘন করিতে পারে—প্রমথ নাথ তুমি মগধের বিপক্ষে কেন সংগ্রামেচ্ছু হইয়াছিলে?

প্রমথ। জননি! আর কেন সে পাপকথা শুনিতে ইচ্ছা করেন? আমার অদৃষ্ট দোষে যাহা জগদীশ্বরের ঈপ্সিত ছিল তাহা ঘটিয়াছে আর আমি সে কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, অথবা বলিলে ফলই বা কি?

যোগি। বৎস! তুমি বল, কোন ফল না থাকিলেই কি আমি অকারণ তোমায় অধিকতর মনোবেদনায় আক্লিষ্ট করিতে ইচ্ছা করি?

প্রমথ। মা! আপনি যোগিনী, স্বার্থশূন্যা, কারণ জগতের সহিত আপনার কোন সম্বন্ধই নাই সততই ঈশ্বরচিন্তায় নিরত, কিন্তু সাংসারিক লোক মধ্যে কি এমন কোন মনুষ্য আছে যে সে স্বার্থ সাধনে তৎপর নয়? আমি এই মগধের রাজবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য প্রকৃতি পুঞ্জের পরম প্রিয়চিকীর্ষু স্বর্গত মহারাজ বীরেন্দ্র

সিংহের পুত্র! আমার পিতার লোকান্তর হইলে এ রাজ্য আমারি প্রাপ্তব্য, কিন্তু সে সময়ে আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকা বিধায়ে আমার পিতৃব্য এই পরস্বাপহারী নিষ্ঠুর অংশুমানের হস্তেই এই রাজ্য ন্যস্ত হইয়াছিল। পরে উনি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া আমার ও আমার দুঃখিনী জননীর প্রতি নির্ব্বাসন বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, সুতরাং আমার মাতা সে সময়ে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কান্যকুব্জ পতির শরণাগত হইয়াছিলেন; কান্যকুব্জ-পতি আমাদের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন্ যে আমার পিতৃরাজ্য যেরূপে হয় আমায় লাভ করিয়া দিবেন, কিন্তু আমারই অদৃষ্ট ফলে তিনি সমরে পরাজিত হইলেন, এবং আমি বন্দী হইলাম। এক্ষণে বধ্যভূমিতে আসিয়াছি (সরোদনে) হা বিধাত! এই কি তোমার সকলের প্রতি সমান দয়া! আমি রাজ-পুত্র, এমন কি রাজরাজেন্দ্র তনয়, আজন্ম ভিখারীর ন্যায় এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইলাম, পিতৃ রাজ্য, কৃতঘ্ন পিতৃব্য বলে অপহরণ করিল, আর আমি আপন রাজ্যে বন্দী, মুহূর্ত্তান্তে মস্তক দেহ হইতে অপসারিত হইবে, আর দুরাত্মা কৃতঘ্ন অংশুমান রাজ্য করিতেছে! —জননি! আর কেন? শীঘ্র আমার জীবন বহির্গত হউক-—আমি পিতৃহীন ভ্রাতষ্পুত্র, আমার প্রতি অধিক-স্নেহ করা কর্ত্তব্য তাহা নয় ছল পূর্ব্বক কপট মিত্রতা দর্শাইয়া আমাকে কান্যকুব্জপতির হস্ত হইতে আপন

অধীনে আনিয়া এখন প্রাণদণ্ড! আমি চলিলাম কিন্তু পরমেশ্বর ইহার বিচার করিবেন (ক্ষণেক নিস্তব্ধ) এই সম্মুখস্থ সমস্ত প্রজাবৃন্দ কেহ আমার সমদুঃখী নয়, ইহারা আমার পিতার প্রজা নয়, পিতা ইহাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেন নাই, সেনাপতি পিতার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন কৈ তিনিওত কিছু বলিলেন না। আমার মরণই মঙ্গল মহারাজ! জল্লাদকে আজ্ঞা করুন সত্বর বধ করুক।

যোগি। প্রমথনাথ, বৎস, তুমি আশস্ত হও তোমার ভয় নাই। (রাজার প্রতি) মহারাজ আমার অনুরোধ রক্ষা করুন, প্রমথনাথের প্রাণদণ্ড বিধি ভাল হয় নাই, যদি এই গত সংগ্রামে কাহার দোষ থাকে তবে সে প্রমথ-নাথের প্রসূতি বিদ্যাবতীর। এ দণ্ড তাহার বিধি। তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দণ্ড বিধান করুন, আর প্রমথ নাথকে পুত্রবৎ পালন করুন। আপনি অপুত্রক, আপনার অবর্ত্তমানে প্রমথনাথ রাজ্য করিবে, ভ্রাতুষ্পুত্র পুত্র হইতে অধিক ভিন্ন নয়। পুত্র অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র পিণ্ড প্রদান করিবে।

অংশু। আমি বরং পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিব তত্রাচ কদাপি প্রমথ নাথকে মগধের সিংহাসনে বসিতে দিব না! মগধ সিংহাসনে স্বৈরিণীর পুত্র রাজত্ব করিয়া যে মগধ রাজবংশে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত করিবে ইহা কখনই হইতে পারে না!

যোগি। তুমি কি রূপে প্রমথ নাথের মাতৃ অপবাদ সপ্রমাণ করিতে পার? এইত সম্মুখে মগধস্থ যাবতীয় ভদ্রবংশোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা দণ্ডায়মান আছেন কৈ উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর উহারা কি বলেন? তুমি একাকী অপবাদ রটনা করিলেই যে প্রমথ নাথ স্বৈরিণীপুত্র হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।

অংশু। ভাল তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি—মন্ত্রি, তুমি প্রমথ নাথের জন্ম বিষয়ে কিরূপ বোধ কর?

মন্ত্রি। রাজন্ এ দাস অজ্ঞতম রাজসংসারে কিঙ্কর ভিন্ন অন্য কিছু নয়। যদি বংশে কোন দোষ থাকে সে কথা মৎসদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হওয়া ভাল শুনায় না, যে হেতু আমরা পুরুষানুক্রমে এই রাজকুল প্রসাদাৎ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি, তবে এস্থানে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে উপস্থিত সন্দেহ নিতান্ত কল্পিত, বীরবর বীরেন্দ্র সিংহের পরিণীতা প্রণয়িনী যে কুলটা ইহা এমন অসম্ভব যে সহস্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও মিথ্যা কেশরী-নারী কি শৃগাল উদ্দেশে গমন করে? কল্লোলিনি স্রোতস্বতী কি জলাশয়ে ধাবিত হয়? পৌলমনন্দিনী ইন্দ্রাণী কি দানব গণকে বরণ করিয়া থাকেন? বীরেন্দ্রসিংহের ধর্ম্মপত্নী মগধের পাটেশ্বরী কুলটা? একথা মুখে আনিলেও পাপ হয়! বিশুদ্ধা পবিত্রা পতিরতা—এই পর্য্যন্ত,—ইহার বিপক্ষে কিছুই বলিতে পারি না।

অং শু। রে বিশ্বাসঘাতক, ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক! তুই কি সাহসে জগৎ সমীপে এই মিথ্যা বাগাড়ম্বর করিলি; তোরও আজ প্রমথনাথের দশা হইবে, তুই কি মনে করিয়াছিস্ যে আমি যাহা বলিব বসুন্ধরা দেবী তাহাই বিশ্বাস করিবেন? জল্লাদ, এ দুরাত্মার মস্তক অগ্রে ছেদন করিয়া তার পর অন্য আদেশ পালন করিস্। সেনাপতি তোমার এ বিষয়ে কি মত?

জয়। মন্ত্রিমহাশয় যাহা বলিলেন তাহার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলিতে পারি না।

দর্শকমণ্ডলী—আমাদিগের সকলেরও ঐ মত।

অং শু। আমি কাহারও কথা শুনিতে চাই না। আমি রাজা, আমার যাহা বিশ্বাস আছে আমি সেইরূপ করিব, জগৎ একদিকে আমি অন্যদিকে; আমি প্রজা ও অমাত্য বর্গকে শিক্ষা দিব, আর তুমি যোগিনী, তুমি কখনই যোগিনী নহ, তুমি কপটচারিণী কোন দুরভিসন্ধি করিয়া আমার রাজ্যনাশের জন্য এখানে আসিয়াছ, তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি তুমি অবিলম্বে আমার নগরী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাও নচেৎ তোমার প্রতি দণ্ড বিধান করা হইবে।

যোগি। তুমি মগধ রাজকুলে কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে? চণ্ডাল গৃহ তোমার জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত স্থল। মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতি সমস্ত সভাসদ্গণও প্রজাপুঞ্জ, সকলে একবাক্য হইয়া বলিতেছে প্রমথনাথের জন্মে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি ঈর্ষা পরতন্ত্র হইয়া অনায়াসে

মগধের এক মাত্র রাজপুত্র প্রমথনাথকে জন্মের মত বিদায় করিতে প্রস্তুত হইয়াছ, তুমি নিতান্ত স্বার্থপর, নরাধম, পরস্বাপহারী, তুমি কোন গুণে এই জগদ্বিখ্যাত মগধ রাজবংশে প্রতিভাত হইতে পারিবেনা। তোমার মৃত্যুই পরম মঙ্গলকর।

অংশু। পাপীয়সি! তুই কি মগধের নিয়ন্তা—তোর এত বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন কি—তুই ভিখারিণী এক মুষ্টি ভিক্ষাতে তুই পরিতুষ্ট হইস, তুই রাজকুল শেখর মগধেশ্বরের বিপক্ষে বাক্য ব্যয় করিতেছিস—আর তাহাতে তোর কি ফল—তোর কথা মগধে কে শুনিবে, তুই ভণ্ড যোগিনী, ভ্রষ্টা তোর কথা শুনিতে চাইনা, এখনি দূরহ, নহিলে তোর মুণ্ড বধ্যভূমিতে পতিত হইবে—দূর হ তোর মুণ্ড মগধে পতিত হইলেও পাপ হয়।

যোগি। দুরাত্মা, আমি পাপীয়সী দ্বিচারিণী ভ্রষ্টা কপটাচারিণী আমি মহাত্মা বীরেন্দ্র সিংহের পরিণীতা নারী, আমার নাম বিদ্যাবতী, প্রমথ নাথ আমার পুত্র তাহার তুমি বধসাধন করিবে? জগতে সকলেই মিথ্যা-বাদী আর তুমি অবলার সর্ব্বস্ব, বল ও ছল পূর্ব্বক অপ-হরণ ও তাহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিয়াও সত্যবাদী? তোমার তুল্য পাপী এই ভারতে আর নাই, বসুন্ধরা দেবী তোমার ভার বহনে অক্ষম। তোমার আর পৃথিবীতে থাকিবার আবশ্যক নাই কেহই তোমার ব্যবহারে প্রসন্ন নহে? তুমি বসুন্ধরা দেবীর

সপত্নীপুত্র তুমি এখান হইতে দূর হও (কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া অংশুমানের বক্ষস্থলে আঘাত)।

অংশু। পিশাচি পাপিয়সি আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম, কিন্তু ভবিতব্যের ফল অলঙ্ঘনীয়। কোন উপায় উদ্ভাবন করি নাই।

সকলে। জয়, জয়, ধর্ম্মের জয়।

অংশু। ওঃ এত দিনের পর আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—পিপাসায় প্রাণ যায়।

যোগি। কেহ শীঘ্র জল আনয়ন কর।

(এক জনের জল লইয়া প্রবেশ)

যোগি। (অংশুমানের মুখে জল দান)।

অংশু। আমি রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া তোমাদিগকে অশেষবিধ যাতনা প্রদান করিয়াছি এক্ষণে মহাযাত্রার সময়—ওঃ তৃষ্ণা (জল দেওন) সকলে—ক্ষমা—কর। বিদ্যাবতী জননী-মা-ক্ষমা কর।

যোগি। আমি ক্ষমা করিলাম—প্রার্থনা করি পর জন্মে তোমার সুমতি হয়।

অংশু। বিদ্যাবতী—অমাত্য বর্গ প্র—জা—পুঞ্জ আশীর্ব্বাদ কর যেন পরকালে আর না কষ্ট পাই।

সকলে। জগদীশ্বর তাহাই করুন।

অংশু। আমি—মরি—তৃষা (জল প্রদান) সকলে মার্জ্জনা কর-ওঃ-তৃষা (জল প্রদান) বা—বা প্রমথ নাথ সু—খে রাজ্য কর আ—মি যা—ই। (মৃত্যু)